GLOBAL JALALABAD ASSOCIATION

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

International Jalalabad Festival

BARCELONA 2025

19th October 2025 | Spain

MSCO
MOHAMMAD SHAH & CO. LLP
Chartered Accountants

MOHAMMAD SHAH & CO. LLP

Chartered Accountants | Est. 1987
Wimbledon & East London Offices
Trusted by 10,000+ clients | 38+ Years of Excellence

About Us

At Mohammad Shah & Co. LLP, we've spent nearly four decades providing reliable, personalised, and professional accounting and advisory services to individuals, SMEs, and large businesses across the UK.

Our Core Specialisations

- Healthcare (GPs, Dentists, Pharmacists)
- Construction & Engineering
- IT & Freelance Contractors
- Charities & Education
- Retail, Restaurants & Takeaways
- Legal Professionals (Barristers & Solicitors)
- Estate Agencies & Landlords
- Recruitment & Taxi Drivers
- Travel Agencies and Tour Operators

Our Services

Business & Compliance

- Business Startups & Company Formation
- Company Secretarial Services
- Accounts Preparation
- Bookkeeping & Payroll
- VAT Support
- Self-Assessment Tax Returns

Tax & Advisory

- Tax Planning & Filing
- Inheritance Tax (IHT)
- HMRC Investigations (100% Success Rate)
- Construction Industry Scheme (CIS)

Why Choose Us

- 38+ Years of Industry Expertise
- 15+ Senior Professionals with 25+ Years of Experience
- Multilingual, Culturally Aware Team
- Free Initial Consultation
- Tailored, Proactive Accounting Solutions

ACCA

ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS

Our Website: **mscoaccountant.com**

0208 543 9128 0207 790 0793
info@msaccountants.co.uk

Bank House, 209 Merton Road, London, SW19 1EE
Suda House,100 Mile End Road, London, E1 4UN

সম্পাদকীয়

সম্পাদক
মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল

সহযোগী সম্পাদক
বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
আবু তাহের

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
অলি উদ্দিন শামীম
আব্দুল ওদুদ দিপক
মোহাম্মদ শামীম আহমদ
মিজানুল চৌধুরী

সম্পাদনা পরিষদ
আমিন আলী রফিক
আব্দুর রহমান সাব্বির

প্রকাশনায়
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

প্রকাশ কাল
১৯ অক্টোবর ২০২৫

মুদ্রণ
ফেইথ ডিজাইন এন্ড প্রিন্ট, লন্ডন

faith
Design | Print | Publication
020 7375 2346 | 07985214147

সম্পাদক

মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল
প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি

সিলেট আমাদের প্রাণের বিভাগ। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক অঞ্চল এই সিলেট। পৌরাণিক যুগে এই অঞ্চল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই যুগে সিলেটের লাউড় পর্বতে শহর সিলেট অঞ্চল বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের কিছু অংশ বিক্রমপুরের রাজ্য ভুক্ত হলে দিল্লীর সুলতানদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আউলিয়া শাহজালালের নামের সাথে মিল রেখে গৌড় নামের পরিবর্তে এর নামকরণ করা হয় জালালাবাদ। সেই থেকে সিলেটকে জালালাবাদ হিসেবেই অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক প্রারম্ভ থেকে জালালাবাদের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে এ অঞ্চল অনেক সমৃদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জালালাবাদের লোকজন বসবাস করে থাকেন। বৃহত্তর অর্থে সিলেট বিভাগের চারটি জেলার মানুষকেই জালালাবাদ অঞ্চলের মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিখ্যাত কিছু মানুষ নিজের নামের সঙ্গে জালালাবাদী যুক্ত করে থাকে। এ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সিলেটবাসীকে জালালাবাদ অঞ্চলের মানুষ হিসেবেই সবচেয়ে বেশি সম্বোধন করা হয়। এ অঞ্চলের মানুষ যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিকিৎসা-ব্যবসা-বাণিজ্য-রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনন্য অবদান রেখেছেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা, উন্নত জীবনবোধ, পরিশীলিত মনোভাব এবং সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে কাজ করার প্রবল ইচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষকে অনন্য সম্মানে ভূষিত করেছে। এছাড়া সিলেট বিভাগের এ চারটি জেলার মানুষের মধ্যকার যে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, হৃদ্যতা এবং আন্তরিকতা সবার কাছে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ রেখে পথচলার উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছেন জালালাবাদবাসী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসীদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভালোবাসা এবং মানবকল্যাণে একীভূত হয়ে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'-এর যাত্রা শুরু হয়। এ সংগঠন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা জালালাবাদবাসীকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশের বৃহত্তর সিলেটবাসীর মধ্যে নতুন সংযোগ সৃষ্টি করতে এ সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করছে। এছাড়া প্রতিনিয়তই বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীরা এ সংগঠনের সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করছেন। এ সংযোগকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রতি বছর 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' বিভিন্ন দেশে গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব করে থাকে। এটি বিশ্বব্যাপী সিলেটের প্রবাসীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শুরুতে এ সংগঠনের উদ্যোগে লন্ডন শহরে চারদিন ব্যাপী 'গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব'-এর আয়োজন করা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা সিলেটিরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই উৎসব জালালাবাদবাসীর অন্তরে হৃদ্যতা এবং মিলনমেলার এক ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল এক মিলনমেলার।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে'র প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব-এর উদ্যোগে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় একটি অভিজাত হোটেলে 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব' আয়োজন করা হয়। বিশ্বের ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং সিলেটের অনেক মন্ত্রী, এমপি, উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দেশের জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসী সিলেটি নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে উৎসবটি সফল ও সার্থক হয়। ওই অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সিলেটি প্রবাসীরা যুক্তরাজ্যর জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব-এর নেতৃত্বে 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ এসোসিয়েশন' গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মুহিবুর রহমান মুহিব-এর নেতৃত্বে লন্ডন থেকে ২০জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যারা লন্ডনের বিভিন্ন সামাজিক

ব্যবসায়ীক সংগঠনের উচ্চপর্যায়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম বাসন, মাহবুবুর রহমান, আমিনুল হক জিলু, মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল (এই নিবন্ধকার), সৈয়দ সাদেক আহমদ, আব্দুল অদুদ দিপক, দিলওয়ার হোসেন, শামীম আহমদ, জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত উৎসবে সকল দেশের জালালাবাদবাসীর অংশগ্রহণে 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ এসোসিয়েশন' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর মুহিবুর রহমান মুহিব-এর নেতৃত্বে সংগঠন করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। সবার সাথে পরামর্শে গঠন করা হয় ওয়ার্কিং কমিটি। সবার মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের নাম 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' করার প্রস্তাব আসে। এসময় জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে'র প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিবকে আহবায়ক ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক-এর প্রেসিডেন্ট ময়নুল হক চৌধুরী হেলালকে সদস্য সচিব করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন–যুগ্ম আহবায়ক কাপ্তাই হোসেন, দেবব্রত দে তমাল, মোহাম্মদ কয়েস আহমেদ, সদস্য হিসেবে রাখা হয় আবুল কালাম আজাদ ছোটন, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ও অলি উদ্দিন শামীমকে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে মুহিবুর রহমান মুহিবকে প্রেসিডেন্ট, ময়নুল হক চৌধুরী হেলালকে সেক্রেটারি এবং রফিকুল হায়দারকে ট্রেজারার করে বিশ্বের ২০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে নিয়ে ১৯ মার্চ (২০২৩) অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। আগেই বলেছি- সে সময় চারদিনব্যাপী লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসবে ব্রিটেনের সদ্য প্রয়াত রানীর পক্ষ থেকে খেতাবপ্রাপ্ত দুইজন গুণীজনকে বিশেষভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হচ্ছেন–বাংলাদেশ ক্যাটারার এসোসিয়েশন-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম অবিই ও লন্ডন টাইগার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ এক্সিকিউটিভ মিসবাহ আহমদ এমবিই।

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্পেন কেবল ভৌগোলিক সৌন্দর্যের দেশ নয়, এটি একসময়ে ছিল মুসলিম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান লীলাভূমি। মধ্যযুগে স্পেনের নাম ছিল আল-আন্দালুস–যেখানে মুসলিম শাসন প্রায় আট শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল।

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক ইবনে জিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে স্পেন জয় করেন। তিনি অল্প সেনা নিয়ে গোথ রাজাকে পরাজিত করেন এবং দ্রুতই ইবেরীয় উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। এরপর থেকে কর্ডোবা, গ্রানাডা, সেভিয়া, টলেডো প্রভৃতি শহর জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আল-আন্দালুস ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষার আলোকবর্তিকা। কর্ডোবার লাইব্রেরিতে লাখো বইয়ের সংগ্রহ ছিল, যেখানে গ্রিক, রোমান, আরবি ও হিব্রু ভাষার অসংখ্য জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষিত ছিল। চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, স্থাপত্য ও কৃষি বিজ্ঞানে মুসলিম পণ্ডিতরা অনন্য কীর্তি স্থাপন করেন। আল-জাহরাবি (সার্জারির জনক), ইবনে রুশদ (Averroes), ইবনে হযম, ইবনে বতুতা প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেন।

স্পেন আজও মুসলিম ঐতিহ্যের স্থাপত্য-নৈপুণ্যে ভরপুর। আলহাম্ব্রা প্রাসাদ (গ্রানাডা), কর্ডোবার মসজিদ, গিরালদা মিনার (সেভিয়া), আলকাজার প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য বিশ্ব ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। এসব স্থাপত্যে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক নকশা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, পানির ফোয়ারা ও বাগান ইসলামী শিল্পকলার মহিমা তুলে ধরেছিল।

মুসলিম ঐতিহ্যের লীলাভূমি স্পেন শুধু ইতিহাস নয়, এটি, এক সময় ছিল মানবসভ্যতার জ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার এক চিরন্তন বাতিঘর। সেই স্পেনকে তৃতীয় গ্লোবাল জালালাবাদ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ করা হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই স্মারকটি আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রতিবারের মত যেমন তুলে ধরবে, তেমনই আমাদের মধ্যকার সম্প্রীতি-সহমর্মিতা, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতার সম্পর্ক বাড়িয়ে দেবে। আমরা যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, আশা করি এই স্মারকটি তার কিছুটা হলেও পূরণ করবে। স্মারক প্রকাশ করতে যারা মূল্যবান লেখা, ছবি, বিভিন্ন তথ্য এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আমাদের সম্পাদনা পরিষদ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া স্মারকটি সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশে যারা নিরলসভাবে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব সফল ও সার্থক হোক। জালালাবাদবাসী ঐক্য ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকুক আজীবন। সবার জন্য শুভকামনা। আল্লাহ তায়া'লা সবাইকে ভালো ও সুস্থ রাখুন।

সম্পাদনায়

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

অলি উদ্দিন শামীম

আব্দুল ওদুদ দিপক

মোহাম্মদ শামীম আহমদ

আবু তাহের

মিজানুল চৌধুরী

আমিন আলী রফিক

আব্দুর রহমান সাব্বির

কেন্দ্রীয় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য

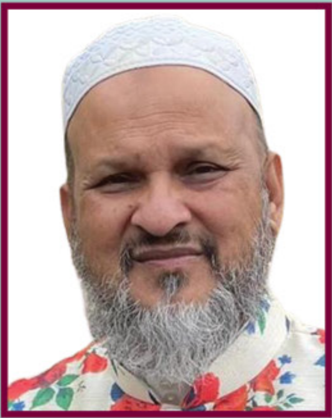

সিলেট বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল, যা সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি চা বাগান, নদী, বনভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র একটি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল নয়; এটি দেশের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য কেন্দ্র।

সিলেটের মাটিতে প্রাচীন শহর, ঐতিহাসিক স্থাপনা, ধর্মীয় স্থান ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি বিস্তৃত। এই অঞ্চলে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন পাথর, নদী, সবুজ বনভূমি এবং প্রাণবন্ত চা বাগান। প্রশাসনিকভাবে সিলেট বিভাগের মধ্যে রয়েছে ৩৮টি উপজেলা, ৩৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১০,২২৪টি গ্রাম এবং ১৮টি পৌরসভা।

ঐতিহাসিকভাবে সিলেট অঞ্চল 'জালালাবাদ' নামে পরিচিত। দেশের যে কোনো প্রান্তে বা বিশ্বের যে কোনো স্থানে আমরা থাকি না কেন, আমাদের মধ্যে একটি অভিন্ন আত্মপরিচয় আছেড়'আমরা সবাই সিলেটী'। সিলেটের মাটিই আমাদের শিকড়, আমাদের সংস্কৃতির উৎস, এবং আমাদের অহংকারের মূল। এই আত্মপরিচয়ের শক্তি থেকেই জন্ম নিয়েছে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'।

'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'-এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জালালাবাদবাসী বা সিলেটিদের মধ্যে শক্তিশালী সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। আমরা চাই পারস্পরিক ভিন্নমত ও দূরত্বকে পেছনে রেখে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে। সংগঠনটি গড়ে উঠেছে সদস্যদের মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়ে।

প্রতি বছর আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে এই পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ঐক্য এবং বন্ধুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিই। 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'-এর লক্ষ্য হলো বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী সিলেটিদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখা, একে অপরের সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করা এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও দৃঢ় করা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন দেশে 'জালালাবাদ উৎসব' আয়োজন করি। লন্ডন, ফ্রান্স, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বহু দেশে আমাদের আয়োজন ইতিমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবার স্পেনে অনুষ্ঠিতব্য 'গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব-২০২৫'ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

স্পেনে এই আয়োজন কেবল স্থানীয় সিলেটি ও জালালাবাদবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করবে না; বরং এতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের সিলেটি কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। এই আয়োজন সফল করার জন্য আমি 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'-এর স্পেন শাখার নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা ও ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব' যেমন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি স্পেনে অনুষ্ঠিত এই উৎসবও সমানভাবে সফল হবে। আমি প্রবাসী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে তাদের নিষ্ঠা, শ্রম ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই স্পেনে আয়োজনে যারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেনড়আপনাদের অবদান ছাড়া এই আয়োজন সম্ভব হতো না।

আমাদের লক্ষ্য, আমাদের প্রেরণা এবং আমাদের একতা হলোড়বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সকল সিলেটি এক পরিবারের মতো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আনন্দ ভাগাভাগি করবে এবং দুঃখে সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে, এবং আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, ভবিষ্যতেও এই কার্যক্রম আরও বিস্তৃত, সুন্দর ও সফল হবে।

আমরা সবাই সিলেটীড়এটি শুধু একটি পরিচয় নয়, এটি আমাদের একতার প্রতীক, আমাদের গর্ব এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের শক্তি। আমাদের এই ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ছড়িয়ে দিক।

লায়ন মুহিবুর রহমান মুহিব
সভাপতি
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদকের শুভেচ্ছা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী প্রথম আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসবের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু। লন্ডনে ২০২৩ মার্চের ১২ তারিখ শুরু হয়ে ১৯শে মার্চ সমাপ্ত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে আমাদের এই উদ্যাগকে স্বাগত জানান। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করবে। লন্ডনে আমাদের এই উৎসবে বিশ্বের ২০টি দেশের জালালাবাদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের ৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। আমরা আশাকরি এ সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একখণ্ড জালালাবাদ প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জালালাবাদবাসীকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসা। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আমরা ২য় জালালাবাদ উৎসব ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আয়োজন করি, তৃতীয় জালালাবাদ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্পেনে ১৯ অক্টোবর।

বাংলাদেশে বসবাসরত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত জালালাবাদবাসী যাহারা গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনে যোগদান করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের এ সংগঠনে যোগদানের মাধ্যমে সংগঠনে এক অন্যন্য মাত্রা যোগ করেছে আপনাদের জন্য লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।

এ উৎসবে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা, সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সিলেট বিভাগের সম্মানীত প্রবাসী ভাই-বোনদেরকে পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা। আমরা ইতিমধ্যে ইউরোপের ফ্রান্স, স্পেন, আয়ারল্যান্ড গ্রীস, পর্তুগাল, ইতালী সহ ইউরোপের অনেক দেশে কমিটি করেছি। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী কমিটি রয়েছে। সম্প্রতি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগীয় কমিটি, মৌলভীবাজার জেলা কমিটি এবং হবিগঞ্জ জেলা কমিটি। মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন দেশেও কমিটি হয়েছ। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেইটে কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনেক স্টেইটে কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আমরা আশাকরি আগামীতে বিশ্বের অন্যন্য দেশে আমাদের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে। আমরা আশাকরি আপনাদের সংযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সাথে আমাদের সেতুবন্ধন আরও দৃঢ় হবে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল তা ঐক্যর বন্ধন হিসাবে কাজ করবে। আমরা আশাকরি স্পেন সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী বৎসরের কার্যক্রমের পরিকল্পনা হাতে নিব। এজন্য সকলের দোয়া চাই। পরিশেষে আপনাদের সকলের জন্য অশেষ শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন আমিন।

ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল
সাধারণ সম্পাদক
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি

কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষের বক্তব্য

প্রথমেই আমি মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলা সিলেট বিভাগের একজন সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য তিনি আমাকে দান করেছেন।

সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসীদের নিয়ে আমরা প্রতি বছর আন্তর্জাতিক গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব আয়োজন করে আসছি। প্রতিটি আয়োজনে প্রবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি। এজন্য আমি সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সবসময় রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে কেবলমাত্র সিলেট বিভাগের মানুষের কল্যাণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ আমাদের কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করে তুলছে।

ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিটি গঠন করে প্রবাসী সিলেটবাসীদের একই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন স্থানে কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বের সর্বত্র কমিটি গঠনের মাধ্যমে সকল সিলেটবাসীকে একত্রিত করা এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

গত বছর ফ্রান্সে আমাদের আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর আমরা আশাবাদী যে, স্পেনেও আমাদের আসন্ন আয়োজন সফল ও স্মরণীয় হয়ে উঠবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে, আমি সংগঠনের সাথে যুক্ত সকল প্রবাসী, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

রফিকুল হায়দার
কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি

HOUSE OF COMMONS
LONDON SW1A OAA

Message

Apsana Begum MP
Member of Parliament for Poplar and Limehouse

Many congratulations and best wishes to Global Jalalabad Association and its leaders for organizing 'International Jalalabad Festival 2025'. Jalalabadis have contributed greatly to the establishment of political, social and cultural rights in various countries of the world, including Britain, over the past few decades. Jalalabad diaspora told their stories in different countries of the world, especially in Europe, America and Middle East societies. Global Jalalabad Third International Jalalabad Conference 2025 will be held in Spain.

I strongly believe that this festival will create opportunities and expand the lines of communication between representatives and leaders of communities living around the world. I wish success to International Jalalabad Festival Spain 2025.

Apsana Begum MP
Member of Parliament for Poplar and Limehouse

The Scottish Parliament
Pàrlamaid na h-Alba

Message

FOYSOL CHOUDHURY MSP
Member of the Scottish Parliament for Lothian Region

It is a true honour to extend my heartfelt congratulations to the Global Jalalabad Association (GJA) and its leadership for their invaluable work ahead of the Global Jalalabad Association Festival 2025, to be held in Barcelona, Spain, on 19th October. I am very much looking forward to attending this important occasion.

Since its establishment in 2023, the GJA has stood as a powerful testament to the importance of promoting the socio-cultural and political rights of Bangladeshi communities living abroad, including in the UK.

The Association's efforts to communicate and coordinate with local organisations connected to Jalalabad and Sylhet are crucial in strengthening networks across the Bangladeshi diaspora. These initiatives help unite the Sylheti community, support their continued contributions to Bangladesh's economy, and ensure the region of Sylhet receives appropriate support and resource allocation. As someone with family roots in Sylhet, this cause is especially close to my heart.

In my role as Convenor of the Cross-Party Group on Bangladesh at the Scottish Parliament, I am committed to enhancing understanding and cooperation between Scotland and Bangladesh across cultural, social, academic, political, and economic levels. I regularly engage with Bangladeshi communities in Scotland and across the UK and welcome opportunities that support trade, education, cultural dialogue, and diaspora engagement.

Events such as the Global Jalalabad Association Festival are vital. They not only strengthen community ties but also provide a dynamic platform for sharing best practices, encouraging innovation, learning from global counterparts, exchanging ideas, and fostering a deeper appreciation of the diversity within our diaspora.

I extend my warmest wishes to the organisers, partners, and participants of the 2025 Festival. I look forward to the event and to continue supporting the Global Jalalabad Association in years ahead.

FOYSOL CHOUDHURY MSP

Member of the Scottish Parliament for Lothian Region

Shadow Minister for Culture, Europe and International Development

MAYOR OF
TOWER HAMLETS

TOWER HAMLETS

Message

Lutfur Rahman
Executive Mayor of Tower Hamlets

I would like to take this opportunity to congratulate the World Jalalabad Association and its leaders for organising the 'World Jalalabad Festival' in Spain - a great event. I hope people from across the world will be able to take part and enjoy themselves. It will be an amazing opportunity for different cultures to come together to exchange views and perspectives.

London is renowned as the Third Bengal, and as the main hub of the Jalalabad diaspora. We are proud to be a member of this community, in part because the community has contributed so immensely to the establishment of political, social, and cultural movements over the last few decades. The history of East London, particularly Tower Hamlets, bears the marks of the struggle and sporadic progress against racism and inequality. The Jalalabad diaspora has also told its story in other parts of the world, especially in transatlantic and Middle Eastern societies.

I truly believe that the festival will create opportunities and expand lines of communication among the delegates and leaders of the community living worldwide. I wish every success for the World Jalalabad Festival 2025 in Spain, and in the years ahead.

With best wishes,

Lutfur Rahman
Executive Mayor of Tower Hamlets

The best of London in one borough

Tower Hamlets Council
Tower Hamlets Town Hall
160 Whitechapel Road
London E1 1BJ

SPEAKER OF
TOWER HAMLETS

TOWER HAMLETS

Message

Cllr Suluk Ahmed

Speaker of Tower Hamlets

Not only the United Kingdom, Sylhet is a unique natural beauty in the whole world. Sylhet is one of the spiritual cities of South Asia including Hazrat Shahjalal (RA), Hazrat Shahparan (RA): Sylhet has a unique beauty.

The people of Bangladesh value Sylhet differently for the famous virtuosos of the greater Sylhet and Jalalabad region. With the aim of developing mutual relations and strengthening the sense of brotherhood among the residents of Jalalabad, I am aware that the two-day International Jalalabad Festival, Spain 2025, is being held in Barcelona on October 19 on the initiative of the Global Jalalabad Association.

I wish the International Jalalabad Festival, Barcelona 2025 all success. Heartfelt greetings and congratulations to the honorable delegates participating in this festival from different parts of the world. The role that expatriate Sylhet residents are playing in the overall development of the country is unforgettable. I wish all the honorable members of the organizing committee of Global Jalalabad Association all the best and hope that this newly formed association will strengthen the ties of Sylheti people worldwide.

Cllr Suluk Ahmed

Speaker of Tower Hamlets

The best of London in one borough

Tower Hamlets Council
Tower Hamlets Town Hall
160 Whitechapel Road
London E1 1BJ

শুভেচ্ছা বাণী

প্রাচীন ভূখণ্ড সিলেট। সিলেট বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী। এই সিলেটের সন্তানেরা ছড়িয়ে রয়েছেন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বময় সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব, স্পেন ২০২৫ আগামী ১৯ অক্টোবর স্পেনে অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। আমি জানি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক উন্নয়নমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই সংগঠন সকল দল-মতের উর্ধ্বে উঠে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের মনমাতানো গান-বাজনা সংগীত ও সংস্কৃতি লালন পালন করে প্রবাসে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

পরিষদের সকল সদস্যদের উদ্দীপ্ত কর্মচেতনা নিরলস পরিশ্রম এবং সাথে সাথে তাদের মেধা ও মন এই সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও তরান্বিত করুক এই কামনা করছি। প্রকাশিত স্মরণিকার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত সকল সিলেটিকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই এবং গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর মঙ্গল কামনা করি।

আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জে.পি
চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস

Message

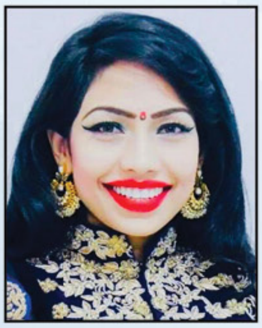

Distinguished politicians, respected social and business leaders, valued members of the community, ladies and gentlemen, this gathering is more than just an event—it is a testament to unity, collaboration, and the shared vision of communities across Europe, America, Africa, Australia, the Middle East, Bangladesh, India, and beyond. Today, we are joined not only by individuals of distinction, but also by people who carry with them the spirit of service, progress, and global cooperation.

The Global Jalalabad Association Spain has long been a symbol of connection—bringing together hearts and minds to work towards initiatives that create meaningful change. Whether in the fields of education, cultural heritage, social welfare, or community development, your projects continue to inspire hope and drive progress. On this occasion, I wish every success to all of your current and future initiatives. May they flourish and serve as a shining example of what can be achieved when dedication meets vision.

At NTV Europe, we are proud to be by your side on this journey. Supporting the Global Jalalabad Association Spain at every step is not just a privilege—it is a responsibility we embrace wholeheartedly. Together, we share the commitment to uplift communities, amplify voices, and create bridges between cultures and nations.

As we celebrate this moment, let us also look forward with optimism. May this festival strengthen old friendships, forge new partnerships, and inspire each of us to continue working towards a brighter, more united future for generations to come.

Thank you, and may this year's gathering be remembered as a milestone of unity, vision, and success.

Best wishes
Subrina Hossain
CEO NTV Europe

শুভেচ্ছা বাণী

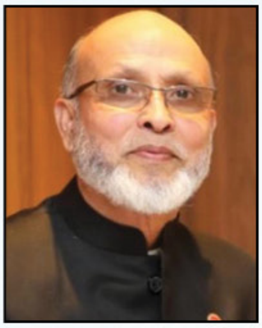

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ খ্যাত সিলেট বিভাগের প্রবাসীদের প্রাণের সংগঠন ' গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবার ইউরোপের দেশ স্পেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রতি বছর সিলেট-সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার জেলার বাসিন্দা যারা প্রবাসে বসবাস করছেন তাদেরকে নিয়ে এ আয়োজন করে আসছে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি। আর এই আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি। নিশ্চয়ই এটা ভালো উদ্যোগ।

আমার মতে, সিলেটিদের এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার একটি ভালো জায়গা হচ্ছে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'। এই সংগঠনটির লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আমি অবগত হয়ে সংগঠনটিকে সকল ভালো কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। সংগঠনটি যেভাবে দলমত নির্বিশেষে ভালো কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে অল্পদিনের মধ্যে তা হয়ে উঠবে সিলেটিদের সর্ব বৃহৎ সংগঠন।

আমি আশা করবো বিশ্বের সকল দেশের সিলেটিরা এই সংগঠনকে সহযোগিতা করে দেশে দেশে এই সংগঠনের কমিটি গঠনের মাধ্যমে আমরা সিলেটিরা একই প্লাটফর্মে চলে আসি এবং আমাদের এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিজেদের বিলিয়ে দেই। পাশাপাশি একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে আমাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলি।

এবারের স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সম্মেলনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং এর সফলতা কামনা করছি।

এম এ মুনিম ওবিই
সাবেক সভাপতি, বিসিএ

শুভেচ্ছা বাণী

হযরত শাহজালাল (র) এর অনুসারি হযরত শাহপরান (র) এর পূর্ণভূমি সিলেট বিভাগ। এই বিভাগের ইতিহাস ঐতিহ্য সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভর পুর। এই বিভাগে প্রবাসী অধ্যুসিত এলাকা। ইউরোপ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই এলাকার মানুষ অবস্থান করছেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে আমাদের। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি মহৎ কাজ তারা করে যাচ্ছেন। সিলেট বিভাগের আর্থ মানবতা ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবাস থেকে সাহায্য এগিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের ৩০টি দেশেরও অধিক প্রবাসী সিলেটবাসীদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরী করেছে। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন জালালাবাদ বাসীর প্রাণের সংগঠন নিয়ামক হিসেবে আজ বহির বিশ্বে এর সংগঠন কার্যক্রম সবার নিকট প্রশংসিত হয়েছে। এ সংগঠন সিলেট বিভাগ তথা বাংলাদেশের যে প্রবাসী হিসেবে এসেছিলেন রুটি রুজির সন্ধানে এর মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ থাকেননি। পরোপকারে ও মন দিয়েছেন তারা। ঘুরে ফিরে নিজ এলাকার কথা তাদের স্মরণে রয়েছে । শৈশবের দেখা সেই পথঘাট সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের কথা তারা বলতে পারেননি। তাই আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রতিম মহিবুর রহমান মুহিবের নেতৃত্বে মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, কাপ্তান হোসেন, ওলিউদ্দিন শামীম, ও আমি মিলে এ মহৎ প্রান সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করি। হাটি হাটি পা পা করে আজ তৃতীয় বর্ষ বিশ্ব গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব স্পেনের বার্সেলোনা শহরে আগামী ১৯ শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পালিত হচ্ছে। সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি রইল প্রাণঢালা অভিনন্দন। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা হয়েছে তার আরো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে।

আবুল কালাম আজাদ ছোটন
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে

শুভেচ্ছা বাণী

I am pleased to learn that the Global Jalalabad Association, Spain branch, is organising the International Jalalabad Festival and Get-Together in Barcelona, Spain.

The Global Jalalabad Association has consistently demonstrated a strong commitment to the betterment of society through its various international initiatives. This upcoming event is yet another example of the positive impact the organisation continues to make within the community.

I extend my heartfelt congratulations and best wishes for the success of the festival. Thank you to all the organisers for their dedication and hard work. I also wish you continued success in all your future endeavors.

Warm regards,

Oli Khan MBE
President, BCA

শুভেচ্ছা বাণী

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হওচ। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের একটি উক্তি অনুযায়ী, যিনি নিজের জীবনকে উন্নত করতে চান, তাকে অবশ্যই প্রথমে নিজের দেশকে উন্নত করতে হবে। সামাজিক সংগঠন হলো সমাজের উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অংশ, যা মানুষকে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে একত্রিত করে এবং সেবামূলক কাজে উৎসাহিত করে। "গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনচ এরকম মন মানসিকতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংগঠনটি তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে আমি লক্ষ্য করছি এর প্রতিষ্টাতা মানব সেবায় যিনি অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন, সেই মহান ব্যক্তি মুহিবুর রহমান মুহিব নিজের শরিরের ঘাম ঝরিয়ে সংগঠনটিকে অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তুলেছেন। এ জন্য আমি তাকেসহ কমিটির সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

একটি গাছ রোপণ করে চলে গেলেই কাজ শেষ নয়, গাছের পরিচর্চা অবশ্যই করতে হয়। আর এর পরিচর্চার জন্য একজন মুহিবুর রহমান মুহিব যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আমি মনে করি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিলেটিদের একমাত্র প্লাটফর্ম হবে আর এই প্লাটফর্মই প্রবাসে সিলেটিদের দাবী আদায়ের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে পাশাপাশি এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করবে।

আমি আরো খুশি হয়েছি এবার স্পেনে বিশ্ব গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সম্মেলন হচ্ছে যেনে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর মাধ্যমে সিলেটিদের ঐক্যের বার্তা পৌছে যাবে বলে আমি মনে করি।

আমি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অগ্রযাত্রার সাফল্য কামনা করছি এবং স্পেনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি।

মিঠু চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন, ইউকে

শুভেচ্ছা বাণী

প্রবাসী অধ্যুষিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সিলেট বিভাগের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবাসী সিলেটিদের একই ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমি বিশ্বাস করি এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি স্বনামধন্য সামাজিক ও মানবসেবামূলক সংগঠন হিসেবে মর্যাদা অর্জন করবে।

সংগঠনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। কোনো রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের তোয়াক্কা না করে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক। আমি জানি, এর উদ্যোক্তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং মানবপ্রেমিক। সুতরাং, তাদের নেতৃত্বে এই সংগঠন দ্রুত এগিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ ভালো কাজের ফলাফল সর্বদা ইতিবাচক হয়।

আমি 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন'-এর স্পেনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি এ ধরনের উদ্যোগকে বিশ্বব্যাপী আরও সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানাই।

ইয়াওর খান
চেয়ারম্যান
এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন
এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস

ACF

শুভেচ্ছা বাণী

বৃহত্তর সিলেট বাংলাদেশের স্বর্ণগর্ভা। বিচিত্র রকমের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই সিলেট। বিশেষত পাহাড়-টিলা, বন-জল প্রপাত, হাওর-বাওড়, নদী-নালা, খাল-বিল ও সমতল ভূমি মিলিয়ে যে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের সিলেট, এটা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থনৈতিক বিবেচনায়ও মূল্যবান। সিলেট ঐতিহাসিকভাবেই আলাদা ভাষা এবং আলাদা সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে আসছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস যার ফলে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য। সিলেটের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম দলিল সিলেটী নাগরীলিপি।

সিলেটের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই দেশে দেশে আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই উৎসবের তৃতীয় পর্ব স্পেনে। স্পেনে আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব আমাদের সম্পর্কের মেলবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে সন্দেহ নেই।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা আমাদের মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই উৎসবের নান্দনিক সফলতা কামনা করছি। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন এর সকল সাফল্য আমি সদস্যদের দিতে চাই। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী
একুশে পদকপ্রাপ্ত, শব্দ সৈনিক
উপদেষ্টা, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ

Global Jalalabad Association
We are all over the world

শুভেচ্ছা বাণী

হযরত শাহজালাল (রহঃ), হযরত শাহ পরান (রহঃ), বাঙালি শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবক মৌলভী আবদুল করিম। মরমি কবি হাসন রাজা। বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম। রাজা গিরিশচন্দ্র রায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা বিপিনচন্দ্র পাল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী সুহাসিনী দাস, সুফি কবি শিতালং শাহ, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আতাউল গণি ওসমানী, সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী, বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্য মহাপ্রভুসহ অসংখ্য গুণীজনের চারণভুমি এই সিলেট বিভাগ।

আর এসব মহা মানবদের হাত ধরেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মানবিক কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় সামজিক সংগঠনগুলোও রাখছে অবদান। সেই সূত্র ধরে 'গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন' সিলেটবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি সঠিক প্লাটফর্ম গঠন করে বিশ্বব্যাপী অবস্থানকারী সিলেটবাসীকে মানবিকতার ছায়াতলে আসার আহবান জানাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

আমি জেনে খুশি হয়েছি এবার স্পেনে বিশ্ব গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সম্মেলন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর মাধ্যমে সিলেটিদের ঐক্যের বার্তা পৌছে যাবে বলে আমি দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করি।
আমি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অগ্রযাত্রার সাফল্য কামনা করছি এবং স্পেনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

মোহাম্মদ ফয়জুল হক
চীফ ট্রেজারার
বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন

শুভেচ্ছা বাণী

সারা বিশ্বে বসবাসকারী সিলেট প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ স্পেনের বার্সেলোনায় । এই মিলন মেলায় প্রতিবছর প্রায় ৫ শতাধিক জালালাবাদ বাসীদের মিলন ঘটে। এই উৎসব এর মুল উদ্দেশ্য হলো প্রবাসে বসবাসরত সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের গৌরবউজ্জল ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত জালালাবাদ বাসীদের সাফল্য তুলে ধরে তাদের সম্মানিত করাও এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রতিবছর এই দিনটির জন্য প্রবাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, পরিবার পরিজন নিয়ে হাজির হন তারা এই মহা মিলন মেলায় । এবারের উৎসবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সহ মধ্যপ্রাচ্য,ইউরোপ, ও আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশের প্রতিনিধিরা। এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে দিনরাত কাজ করছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব ও সেক্রেটারি মইনুল চৌধুরী হেলাল । হোস্ট দেশ এর প্রেসিডেন্ট আমিন আলী রফিক ও সেক্রেটারি আব্দুর রহমান শাব্বির এবং পিছনে থেকে সবার সাথে কো-অর্ডিনেট করছেন প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চেয়ারম্যান অলি উদ্দিন শামিম ভাই। সকল জালালাবাদ প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদান্তে

সৈয়দ ছাদেক আহমদ
সাধারণ সম্পাদক
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ইউকে

সভাপতির শুভেচ্ছা বাণী

সুরমা-কুশিয়ারা-সোনাই-ধলাই ও মনু নদী বিধৌত অঞ্চলের প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বার্সেলোনায় দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব হচ্ছে আমি খুবই আনন্দিত। সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দারা অত্যন্ত বৃহৎ মনের অধিকারী। বিশেষ করে যারা প্রবাসে অবস্থান করছেন তারা সবসময় চান একই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থেকে দেশ তথা এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে অংশ নিতে।

আমি মনে করি, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন হবে প্রবাসীদের জন্য একটি শক্ত প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন সংকটময় সময়ে কিংবা সিলেটবাসীর যেকোন দাবি আদায়ে সংক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে- এমনটাই প্রত্যাশা করছি। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আমন্ত্রিত সকল অতিথিদের গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি প্রবাসীদের বৃহৎ এই সংগঠনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আমিন আলী রফিক
সভাপতি
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা বাণী

হাজার বছরের সংস্কৃতি, স্থাপনা, নিজস্ব ভাষায় গড়ে উঠা নগরীর নাম সিলেট।

হযরত শাহ জালাল, শাহ পরান (র) থেকে শ্রী চৈতন্য দেবের স্মৃতি বিজড়িত মাটিতে হাজার কবি, সাধকের উর্বর ভূমি আমাদের সিলেট।
দেশ এবং দেশের বাহিরে আমার/আমাদের আত্মপরিচয় এবং অহংকারের জায়গা হচ্ছে আমরা সিলেটী। বাংলাদেশের বাহিরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল সিলেটীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের সম্প্রীতির বার্তা পৌছে দিতেই গঠন করা হয়েছে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন। আমি সেই প্রিয় সংগঠনে স্পেন শাখার একজন সক্রিয় কর্মী হতে পেরে আনন্দিত।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি- আগামী ১৯ অক্টোবর বার্সেলোনায় হতে যাওয়া গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব প্রবাসী সিলেটীদের সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে সিলেটিদের অতীত ঐতিহ্যের জানান দেবে আরো একবার।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন শাখার সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে সকল সিলেটী তথা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

আব্দুর রহমান সাব্বির
সাধারণ সম্পাদক
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেন

শুভেচ্ছা বাণী

একটি বিশ্ব, সাতটি মহাদেশ। সেই ভূখণ্ডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সিলেট আমাদের জননী তুল্য। এই জননীর সন্তানেরা ছড়িয়ে রয়েছেন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বময় সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েনের উদ্যোগে গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব, স্পেন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। আমি জানি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক উন্নয়নমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই সংগঠন সকল দল-মতের উর্ধ্বে উঠে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের মন মাতানো গান-বাজনা সংগীত ও সংস্কৃতি লালন পালন করে প্রবাসে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

পরিষদের সকল সদস্যদের উদ্দীপ্ত কর্মচেতনা নিরলস পরিশ্রম এবং সাথে সাথে তাদের মেধা ও মন এই সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও তরান্বিত করুক এই কামনা করছি। প্রকাশিত স্মরণিকার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সবাইকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই এবং গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর মঙ্গল কামনা করি।

এম আতাউর রহমান পীর
সভাপতি, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি।

শুভেচ্ছা বাণী

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বৃহত্তর সিলেটবাসীর একটি নতুন ঠিকানা। জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে এর পক্ষ থেকে স্পেন আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ এ আগত সকল সিলেটবাসীকে জানাই লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এই মিলনমেলার আয়োজন করেছে। এসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি মিলন মেলার আয়োজন করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি এই আয়োজনের মাধ্যমে সকল সিলেটবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হবে। বিশেষ করে সিলেটি ফোক গান সহ আমাদের সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীদের কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করবে এই আয়োজন। স্পেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পেন আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ এ আমাদেরকে আত্মীয়তার বন্ধনে আমাদেরকে আবদ্ধ করার জন্য।

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
সেক্রেটারি, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.) এর স্মৃতিবিজড়িত সিলেট অঞ্চল। প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর এই সিলেটের জনগোষ্ঠীকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসে গঠন করা হয়েছে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশন বৃহত্তর সিলেটবাসীকে আরো শক্তিশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে স্পেনে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব-২০২৫ এর আয়োজন করেছে। এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রবাসে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের মিলন-মেলা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে এ অঞ্চলের জনগণকে আরো সুসংগঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই মহতি আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ ও স্মরণিকা প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

নজরুল হক
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

শুভেচ্ছা বাণী

সুরমা-কুশিয়ারা সোনাই, ধলাই, জুড়ী, খোয়াই, ফানাই ও মনু নদী বিধৌত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্পেনে গ্লোবাল জালালাবাদ উৎসব হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত বড় হৃদয়ের অধিকারী। বিশেষ করে যারা প্রবাসে অবস্থান করছেন তাদের মনের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা সব সময় চান একই প্লাটফর্মের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশ তথা এলাকার মানুষের সুখে দুঃখে অংশ নেয়া। আমরা জানি, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন প্রবাসীদের জন্য একটি শক্ত প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন সংকটময় সময়ে কিংবা সিলেটবাসীর যে কোন দাবী আদায়ে সংক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা করছি। আমি প্রবাসীদের বৃহৎ এই সংগঠনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বদরুল হোসেন খান
সভাপতি
জালালাবাদ এসোসিয়েশ আমেরিকা, ইনক

শুভেচ্ছা বাণী

সিলেট জননীর সন্তানেরা ছড়িয়ে রয়েছেন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বময় সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে দিনব্যাপী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ আগামী ১৯ অক্টোবর বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমি আনন্দিত। আমি জানি গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক উন্নয়নমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই সংগঠন সকল দল-মতের উর্ধ্বে উঠে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের মনমাতানো গান-বাজনা সংগীত ও সংস্কৃতি লালন পালন করে প্রবাসে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

পরিষদের সকল সদস্যদের উদ্দীপ্ত কর্মচেতনা নিরলস পরিশ্রম এবং সাথে সাথে তাদের মেধা ও মন এই সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও তরান্বিত করুক এই কামনা করছি। প্রকাশিত স্মরণিকার মাধ্যমে বহি:বিশ্বে অবস্থানরত সকল সিলেটিকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই এবং গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর মঙ্গল কামনা করি।

ফয়ছল উদ্দিন
সভাপতি
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স

শুভেচ্ছা বাণী

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স এর পক্ষ থেকে বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ এ আগত সকল সিলেট বাসীকে জানাই লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি মিলন মেলার আয়োজন করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি এই আয়োজনের মাধ্যমে সকল সিলেটবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হবে। বিশেষ করে সিলেটি ফোক গান সহ আমাদের সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীদের কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করবে এই আয়োজন। স্পেন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫ এ আমাদেরকে আথিয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মিজানুর রহমান মিজান
সাধারণ সম্পাদক
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন ফ্রান্স

শুভেচ্ছা বাণী

বৃহত্তর সিলেটবাসীর প্রাণের সংগঠন, ভালোবাসার সংগঠন, কল্যাণমুখী সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন। সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদী বিধৌত সিলেট বিভাগের চারটি জেলা-সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট, তথা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত অঞ্চল নিয়েই জালালাবাদ এলাকা। এ এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন দেশে ও বিদেশে বসবাসরত লক্ষাধিক সিলেটিদের ঐক্য ও মিলনকেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃর্তীমান গুণীজনদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই সংগঠন এখন দেশে ও বিদেশে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিলেটবাসীর সেতুবন্ধনে পরিণত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯ অক্টোবর ২০২৫ গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব (বার্সেলোনা)। অনুষ্ঠানে প্রবাসী সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ়করণ, তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কল্যাণ ও সংহতির প্রয়োজন পূরণ এবং বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসী প্রজন্মের মধ্যে আস্থা ও নির্ভরতার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন পেশার নবীন ও প্রবীণ নিয়ে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। আমি উক্ত সংগঠনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি এবং শুভকামনা জানাচ্ছি সৌদি আরব জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে।

আলহাজ কাপ্তান হোসেন
প্রাক্তন সভাপতি
জালালাবাদ এসোসিয়েশন রিয়াদ, সৌদি আরব

শুভেচ্ছা বাণী

মোক্তাদির হোসেন মিসবাহ
সভাপতি
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বাফেলো

ফারুক আহমদ নাজমুল
সাধারণ সম্পাদক
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বাফেলো

৩য় বিশ্ব সিলেট উৎসব ২০২৫ বার্সেলোনা, স্পেন
প্রবাসের মাটিতে সিলেটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর ভালোবাসার এক মহামিলন হতে যাচ্ছে বার্সেলোনায়।
এই মহা আয়োজনের জন্য আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আমাদের ঐতিহ্য বাঁচুক, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যাক সিলেটি পরিচয় আর প্রবাসীদের বন্ধন।
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ এই মহতী উদ্যোগের জন্য।
শুভকামনা রইলো উৎসবের সার্বিক সফলতা এবং সারাবিশ্বের সিলেটি ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসা।

শুভেচ্ছায়
মোক্তাদির হোসেন মিসবাহ, সভাপতি
মোহাম্মদ ফারুক আহমদ নাজমুল, সাধারণ সম্পাদক গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন বাফেলো, নিউইয়র্ক

শুভেচ্ছা বাণী

আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করে সংগঠনটিকে এই পর্যায়ে এনে দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকে। বহুযুগ ধরে সিলেট একটি আধ্যাত্মিক শহর হিসেবে প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, 'হরিকেলা রাজত্বের' মূল ভুখণ্ড ছিল এই সিলেট। ১৪'শ শতকের দিকে এই অঞ্চলে ইসলামি প্রভাব দেখা যায় সূফী দার্শনিকদের আগমনের মাধ্যমে। ১৩০৩ সালে মুসলিম ধর্ম প্রচারক হযরত শাহ জালাল (রঃ) এর আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। তিনি মক্কা থেকে দিল্লি ও ঢাকা হয়ে এই এলাকায় আসেন। তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাবে ও তার অনুসারী ৩৬০ জনের মাধ্যমে আরো অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

তার দরগাহ সিলেটের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। একসময় তাঁর নামানুসারে এ অঞ্চল জালালাবাদ নামে পরিচিত হয়। সেই নামেই সংগঠনের নামকরণ করা হয় জালালাবাদ এসোসিয়েশন। যা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে বিদ্যমান। জালালাবাদ জননীর সন্তানরা আজ বাস্তবতার তাগিদে বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে একত্রিত হয়ে মা-মাটিকে স্মরণ করার তাগিদে ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল সিলেট উৎসবের। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯ অক্টোবর ২০২৫ গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজন করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব (বার্সেলোনা)। আমি আশাবাদ ব্যাক্ত করছি যে, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীদের সকল সমস্যা সমাধানসহ দেশীয় কৃষ্টি-কালচার বিদেশের মাটিতে তুলে ধরে প্রবাসীদের যেকোন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। ধন্যবাদ।

অলি উদ্দিন শামীম
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ইতালী

শুভেচ্ছা বাণী

লায়ন আবুল হাসনাত
সভাপতি
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন পর্তুগাল

মাসুম আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন পর্তুগাল

বৃহত্তর সিলেটবাসীর প্রাণের সংগঠন, ভালোবাসার সংগঠন এবং কল্যাণমুখী সংগঠন হলো গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন।

সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদী বিধৌত সিলেট বিভাগের চার জেলাড়সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট তথা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এ অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন।

দেশে ও বিদেশে বসবাসরত লক্ষাধিক সিলেটির মিলনকেন্দ্র এই সংগঠন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ও গুণীজনদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগঠনটি আজ দেশ ও বিদেশে সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিলেটবাসীর সেতুবন্ধনে পরিণত হয়েছে।

এই ধারাবাহিকতায় আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৫, বার্সেলোনা (স্পেন) এ আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব। প্রবাসী সিলেটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা, তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ, কল্যাণ ও সংহতির প্রয়োজনে সহায়তা করা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসী প্রজন্মের আস্থা ও নির্ভরতার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা সংগঠনটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং পর্তুগাল গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

GLOBAL JALALABAD ASSOCIATION

FOUNDER COMMITTEE

Muhibur Rahman Muhib
Convenor

Moinul Haque Chowdhury
Membership Secretary

Kaptan Hussain
Joint Convenor

Abul Kalam Azad Suton
Member

Oli Uddin Shamim
Member

EXECUTIVE COMMITTEE

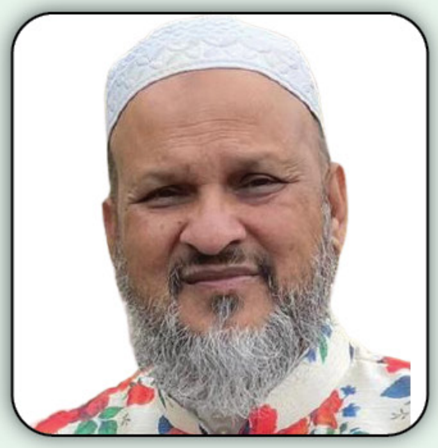

Muhibur Rahman Muhib
President
UK

Moinul Haque Chowdhury
General Secretary
USA

Rafiqul Haider
Chief Treasurer
UK

Kaptan Hussain
Vice President
KSA

Abul Kalam Azad Suton
Vice President
UK

Mitu Chowdhury
Vice President
UK

Mohammed Foizul Haque
Vice President
UK

M A Munim Jahedi Karol
Vice President
UK

Oli Uddin Shamim
Vice President
Italy

A M Badrudduja
Vice President
Bangladesh

Cllr Foyzur Rahman
Vice President
UK

Cllr Rita Begum
Vice President
UK

Abdul Karim Nazim
Vice President
UK

Sayed Hassan Ahmed
Vice President
UK

Mohammed Isbah Uddin
Vice President
UK

EXECUTIVE COMMITTEE

Mohammed Mokis Monsur
Vice President
UK

Md Saiful Islam Chowdhury
Vice President
Australia

Lion Abul Hasnat
Vice President
France

Nazmul Haque Choudhury
Vice President
Scotland

Sheikh Faruque Ahmed
Vice President
UK

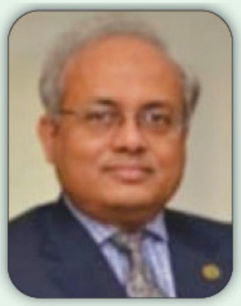

Mohammed Shoms-ul Islam
Vice President
Bangladesh

Mushtaque Ahmed
Vice President
USA

Jobrul Islam (Loni)
Vice President
UK

Md Ashikur Rahman
Vice President
UK

Basit Chowdhury
Vice President
Sweden

Dr Syed Mashuk Ahmed
Vice President
UK

Masum Ahmed
Vice President
UK

Mohammad Abdus Subhan
Vice President
UK

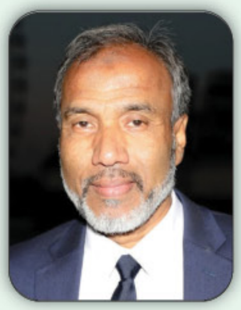

Anwar Hussain
Vice President
UK

AKM Shamsuz Zaman (Bahar)
Vice President
UK

RezauL Haque Chowdhury (Kamran)
Vice President
Germany

Abdul Audod Dipok
Joint Secretary
UK

Mohammed Shamim Ahmed
Joint Secretary
UK

Abdul Basir
Joint Secretary
UK

Enge. Rasel Ahmed
Joint Secretary
Australia

EXECUTIVE COMMITTEE

Abul Hussain
Joint Secretary
UK

Zahid Hussain
Joint Secretary
France

Salem Alom Ali
Joint Secretary
Spain

Anwar Ahmed
Joint Secretary
UK

Moinul Islam
Joint Secretary
USA

Amin Ali
Join Treasurer
Spain

Dilal Ahmed
Organising Secretary
UK

M K Zaman Jewel
Organising Secretary
UK

Mijanul Chowdhury
Organising Secretary
UK

Sheikh Shamim Ahmed
Organising Secretary
UK

Nazrul Islam Siddiki
Organising Secretary
Bahrain

Shah Alam
Organising Secretary
Italy

Jamal Ahmed Khan
Organising Secretary
UK

Belal uddin
Organising Secretary
Bangladesh

Sultan J Sharif
Organising Secretary
USA

Shamol Kanti Chondo
Organising Secretary
USA

Mohammad Nizamul Hoque Nozmul
Organising Secretary
UK

Abdul Kadir Chowdhury Murad
Press and Publicity Secretary
UK

Syed Sadek Ahmed
Press and Publicity Secretary
UK

Mohammed Abbasuzzaman
Press and Publicity Secretary
UK

EXECUTIVE COMMITTEE

Shafique Rahman
Press and Publicity Secretary
USA

Foysal Ahmed Munna
Press and Publicity Secretary
USA

Hassanul Haque Uzzal
Press and Publicity Secretary
Bangladesh

Minhaz Ahmed
Press and Publicity Secretary
Italy

Bayjid Mahmud Foysol
Press and Publicity Secretary
Bangladesh

Halim Uddin
Office Secretary
USA

Abdul Karim
Office Secretary
USA

Mostak Ahmed
Office Secretary
UK

Sadeque Ahmed
Office Secretary
UK

Kinu Miah
Office Secretary
Argentina

Maulana Md Abdul Kuddus
Religious Secretary
UK

Aktar Ali
Membership Secretary
UK

Nazrul Rahman
Membership Secretary
USA

Ruhul Amin
Membership Secretary
Bahrain

Mamun Kabir Chowdhury
Education Secretary
UK

Yameem Dedaar
Education Secretary
UK

Hussain Ahmed
Education Secretary
UK

AKM Abdullah
Literary Secretary
UK

M Misba Rahman
Literary Secretary
UK

Shokina khatun
Women Affairs Secretary
UK

EXECUTIVE COMMITTEE

Hafizur Rahman
Stragy & Public Relations Secretary
UK

Aminul Islam Rasal
Stragy & Public Relations Secretary
Italy

Ala Uddin
Youth & Sports Secretary
UK

Lukman Uddin
Youth & Sports Secretary
Greece

Saoful Uddin
Cultural Secretary
UK

Fakhrul Ambia
Cultural Secretary
UK

Shamsul Haque Ahia
Executive Member
UK

Badrul Islam Shuhab
Executive Member
UK

Prop Dr Mamun Al Mahtab (Shopnil)
Executive Member
Bangladesh

Eng Muhib Uddin
Executive Member
Bangladesh

Chowdhury Ataur Rahman Azad
Executive Member
Bangladesh

Jahangir Khan
Executive Member
UK

Md Delwar Hussain
Executive Member
UK

Sharob Ali
Executive Member
UK

Misbah Sadat
Executive Member
UK

Md Shamim Alom Qurashi
Executive Member
UK

Ataur Rahman
Executive Member
UK

Sorowar Hussain Khan
Executive Member
UK

Shatu Ahmed
Executive Member
UK

Md Shirajul Islam
Executive Member
Bangladesh

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন-স্পেন কমিটি

আমিন আলী রফিক
সভাপতি

নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহ-সভাপতি

নুনু চৌধুরী
সহ-সভাপতি

আব্দুর রহমান সাব্বির
সাধারণ সম্পাদক

আব্দুল মোক্তাদির মুক্তি
সহ-সভাপতি

আজির উদ্দিন
সহ-সভাপতি

নজরুল ইসলাম ছুরুক
সহ-সভাপতি

মোঃ রাহিমুর রহমান
সহ-সভাপতি

নুরুজ্জামান আলী
সহ-সভাপতি

মোঃ ইলিয়াস মিয়া
সহ-সভাপতি

রেদওয়ান হোসেন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মোঃ রবিউল হুসাইন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মিনহার মাহমুদ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

ফরিদ আহমদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

ছালে আলী
সহ-সাধারণ সম্পাদক

আব্দুল জব্বার খসরু
সহ-সাধারণ সম্পাদক

নজরুল হক (অপি)
সাংগঠনিক সম্পাদক

মোহাম্মদ মুজিবুল ইসলাম
সাংগঠনিক সম্পাদক

আক্তার হোসেন সুয়েব
সাংগঠনিক সম্পাদক

শুক্কুর আহমদ সেলিম
সাংগঠনিক সম্পাদক

জয়দীপ রায় জয়
কোষাধক্ষ্য

ফরহাদ আহমদ শরীফ
সহ-কোষাধক্ষ্য

নোমান আহমদ
প্রচার সম্পাদক

রাকিব হাসান রাকিব
সহ-প্রচার সম্পাদক

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন-স্পেন কমিটি

শফিক মিয়া
সহ-প্রচার সম্পাদক

কামরুল ইসলাম
ক্রীড়া সম্পাদক

জাহাঙ্গীর আলম
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক

জোবায়ের আহমদ
সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

আকবর আলী
সহ-সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

জিল্লুর রহমান (আলিম)
শিক্ষা সম্পাদক

নাহিদ আহমেদ
সহ-শিক্ষা সম্পাদক

মাহফুজুর রহমান
আইন বিষয়ক সম্পাদক

আব্দুর রাজ্জাক
সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক

আনোয়ার হোসেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

রাজু আহমদ
সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

আইনুল হক
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

কবির আহমদ
প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক

জাবির হোসেন জামিল
সদস্য

জসিম উদ্দিন
সদস্য

আক্তার নজরুল ইসলাম
সদস্য

ইকবাল বকশী
সদস্য

কামাল হোসেন
সদস্য

শিপলু আহমেদ নিয়াজি
সদস্য

নজরুল ইসলাম আবির
সদস্য

ইমরান হোসেন
সদস্য

আব্দুল আলীম
সদস্য

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন-স্পেন উপদেষ্টা মন্ডলী

আব্দুল কাদের
উপদেষ্টা

আব্দুল মুমিন
উপদেষ্টা

নজরুল ইসলাম
উপদেষ্টা

শাহিদ মিয়া
উপদেষ্টা

Special **HONOUR**

কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম

জিএস, কিডনী ফাউন্ডেশন সিলেট

কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বীর প্রতীক একজন সমাজসেবী এবং মুক্তিযোদ্ধা। সমাজ উন্নয়নে তার অবদান দেশে বিদেশে প্রশংসার দাবী রাখে। মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন সম্মুখ সারির যুদ্ধা এবং সাহসী সৈনিক, বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আজ আমরা কিছুটা জানার চেষ্টা করব। আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করায় গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্পেনের পক্ষ থেকে আমরা তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আসুন আমরা তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেই। কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বীর প্রতীক ১৯৫১ সালের ৩০ জুন সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ থানার হেতিমগঞ্জের বরায়া উত্তরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাফিজ মোজাম্মেল আলী একজন হাফিজ ও ধর্মীও স্কলার ছিলেন। তিনি সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং এমসি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ) সিলেট থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সকল অন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালের এইচএসসির পর তিনি ঢাকা মহাখালীর জিন্নাহ কলেজে (বর্তমানে তিতুমির কলেজ) যোগদান করেন এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে ৭ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত তাদের সাথে কাজ করেন। তিনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে ৭ই মার্চের পর সিলেটে অবস্থান করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক "অপারেশন সার্চ লাইটচ শুরু হওয়ার পর সিলেট শহরে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ২য় ইষ্ট বেঙ্গল, সেক্টর-৩ এবং ১১ ই বেঙ্গল এর সাথে যুদ্ধ করেন। একজন ছাত্র অফিসার হিসেবে তিনি নিয়মিত ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ করে বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেন তিনি ০২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ রেমা চা বাগান হয়ে হবিগঞ্জ এলাকা স্বধীন করেন এবং ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবিগঞ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ১৪ জানুয়ারী ১৯৭৪ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করেন এবং কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ সামরিক একাডেমিতে ফেব্র"য়ারী ১৯৭৪ এ যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ২৪ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন পদে সন্মানের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের রাইফেলসের পরিচালক এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ হাই কমিশন যুক্তরাজ্যে মিনিস্টার কনস্যুলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সিলেটে কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে তিনি এই হাসপাতালের সিইও হিসেবে কাজ করছেন। করোনা মহামারিতে তিনি দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষার্থে রেখেছেন অসামাণ্য অবদান। প্রবাসীদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি চালিয়ে গেছেন নানা রকম প্রয়াস। যার কারণে সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন, করোনা রোগীদের সেবায় নানা কার্যক্রম গ্রহণ, চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। প্রবাসীদের সহযোগিতা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ এর প্রবাসীদের সহযোগিতায় করোনাকালীন সময়ে ২টি হাসপাতাল স্থাপন করে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গণকবর, শহীদ পরিবার, বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধকে দৃশ্যমান করার কাজে অসাধারণ স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলেন। বর্তমানে তেলিয়াপাড়া মুক্তিযুদ্ধের সেনা সদর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি "তেলিয়াপাড়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ এর ট্রাষ্টী এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের একটি সিনিয়র সিটিজেন মানসম্মত প্রকল্পের কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

Special HONOUR

ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিন

এমবিই, ডিবিএ, জেপি, এফআরএসএ
সভাপতি- ইবিএফসিআই

ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিন, একজন ব্রিটিশ নামকরা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, সমাজসেবী এবং কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব। যাকে নিয়ে দেশ ও জাতি গর্ব করতে পারে। ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিনের বিরল প্রতিভা তার ব্যক্তি জীবনে সফলতার যত প্রতিবন্ধকতা ছিল তা বেধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তার মেধা, মনন, শ্রম ও কর্তব্য নিষ্টায় ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিন দেশের মানুষের মুখ উজ্জ্বল করে যাচ্ছেন। ব্রিটেনের সর্ব পর্যায় থেকে তিনি গ্রহণ করছেন ভালো কাজের স্বীকৃতি সরূপ নানা পদক।

ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিনের বর্ণীল শিক্ষা জীবন, সাফল্য ও অর্জনের দিকে তাকালেই তার জীবনের অর্জিত সাফল্যের গৌরব গাঁথা উপলব্ধি করা যায়।

ডঃ ওয়ালী তসর উদ্দিন ১৯৫২ সালের ১৭ এপ্রিল মৌলভীবাজার সদরের নালীউরি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব মো: মকসুদুর রহমান ও মাতা আলহাজ্ব তৈয়বুন নেছা খানম ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী অরিজিন ও সমাজ সেবক।

ছোট বেলায় ওয়ালী তসর উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলায় স্থানীয় বারন্তি প্রাইমারি স্কুল ও মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭১ সালে আবার দেশে ফিরে যান এবং দেশ থেকে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

দেশের শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে তিনি ফিরে আসেন যুক্তরাজ্যে এবং এখানকার সাউথ উয়েস্ট লন্ডনের বাটনি কলেজ থেকে মোটর বাইকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এইচএসসি কোর্স সম্পন্ন করেন। লন্ডনের লুটন থেকে সেলস এন্ড মার্কেটিং বিষয়ে ফলোশীপ লাভ করেন। এলিয়ট ওয়াট ইউনিভার্সিটি থেকে ডিলিট ডিগ্রী অর্জন করেন। কুইন মার্গারেট ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস এন্ড এডমিটিস্ট্রেশনে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন এছাড়াও কুইন মার্গারেট ইউনিভার্সিটি তাকে বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশনে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী এবং নেভিয়র ইউনিভার্সিটি সম্মানজনক গ্রেজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করে।

প্রবাসে বাঙালী কমিউনিটির শান্তি ও সমৃদ্ধিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখার জন্য ব্রিটেনের রানি ১৯৮4 সালে ডক্টর ওয়ালীকে জাস্টিস অব পিস খেতাবে ভূষিত করেন। স্কটল্যান্ডে যিনি প্রথম বাংলাদেশী যিনি এই খেতাব পান। ১৯৯৩ সালে স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশের অনারারি কনসাল জেনারেল এবং ১৯৯১ সালে ইয়ংস স্কট অবদ্যা ইয়ার নির্বাচিত হন। কমিউনিটিতে তার অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি সরূপ ২০০৭ সালে হেরিয়ট ওয়াট ইউনিভার্সিটি থেকে অনারারি ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন। উদ্যোক্তা ও দাতার স্বীকৃতি হিসেবে ড. ওয়ালী তসর উদ্দিন লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড অর্জ করেন। তিনি ব্রিটেন থেকে ১৯৯৫ সালে এমবিই মেম্বার অফ দ্যা অর্ডার অফ দ্যা ব্রিটিশ এওয়ার্ড লাভ করেন।

আজ জানবো তার অনবদ্য স্বীকৃতির কিছু তথ্য :

ডক্টর ওয়ালী তসর উদ্দিন, লেখাপড়ার পাশাপাশি, সমাজ সেবাও জড়িয়ে পড়েন। সেই ছাত্র জীবনে তিনি দেশের টানে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করেন পাশাপাশি তিনি জীবনকে সাজাতে রেস্টুরেন্টে কাজ শুরু করেন। লন্ডনে কাজ ও পড়াশোনার মাধ্যমে কেটারিং শিল্পে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি এডিনবরা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তার ব্যবসায়িক যাত্রা।

এডিনবরায় ড,.ওয়ালী তসর উদ্দিনের মালিকানাধিন রেস্টুরেন্টগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি ব্যবসায়িক সফলতার পাশাপাশি দাতব্য, মানবসেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশের কমিউনিটি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদান, আন্তর্জাতিক খেতাব ও সম্মাননা প্রাপ্তি তাকে সমাজসেবক ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও সামাজিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রেস্টুরেন্ট শিল্পে তার অবদান অসাধারণ। তিনি যুক্তরাজ্যে একাধিক খ্যাতনামা রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন । যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

Verandah Restaurant

Lancers Restaurant

Britannia Spice Restaurant

Britannia Spice

তার হাতে গড়া স্বপ্নের এই প্রতিস্টানগুলো একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে, যেমন

২০০১ সালে Les Routiers Best Newcomer Award

২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ সালে British Curry Awards – Best in Scotland

২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০১৪ সালে BIBA Award

২০০১ সালে Sunday Times Travel Magazine: Best Indian Restaurant in Scotland

২০০৮ সালে Irn Bru Curry Awards – Restaurant of the Year

২০১৪ সালে Bangladesh Caterers Association Restaurant of the Year

২০১৪ সালে Good Curry Guide Exceptional Restaurant of the Year

রেস্টুরেন্ট খাতে তার নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি BIBA Industry Personality of the Year (২০০৬) এবং Asian Jewel Lifetime Achievement Award লাভ করেন।

শুধু ব্যবসায় নয়, তিনি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি Bangladesh-British Chamber of Commerce-এর প্রেসিডেন্ট ও মহাপরিচালক ছিলেন। তার নেতৃত্বে ২005 সালে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জন্য বিশেষ বাণিজ্য প্রদর্শনী ঊীঢ়ড় ইধহমষধফবংয অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রবাসী ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। বর্তমানে তার নেতৃত্বে ইউরোপ বাংলাদেশ ফেডারেশন অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি EBFCI ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে এবং বাংলাদেশ ও ইউরোপে ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন তৈরীতে তিনি কাজ করছেন।

ড. উদ্দিন শুধু একজন সফল উদ্যোক্তাই নন, তিনি একজন দাতব্যকর্মী ও মানবসেবক। তার কিছু উল্লেখযোগ্য দাতব্য উদ্যোগ হলো-

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তিনি প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড সংগ্রহ করেন, যা দিয়ে একটি সাইক্লোন শেল্টার ও বাহারচরা-রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয় নির্মিত হয়।

১৯৯৮ সালে তিনি ২ লক্ষ বিশ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করেন, যা দিয়ে "অন্বেষণ" একটি মডেল গ্রাম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে।

তিনি সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান সমন্বয়ক।

বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি-র ট্রাস্টি।

আতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা-র উপদেষ্টা।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের বোর্ড সদস্য।

তিনি BRAC টক-এর সিনিয়র উপদেষ্টা।

British-Bangladeshis Ro–al Honored Council (BBRHC)-এর যৌথ আহ্বায়ক।

Scottish Parliament International Development Committee-i উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

NRB World-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ড.ওয়ালী ১৯৮৪ সালে স্কটল্যান্ডের প্রথম বাংলাদেশি Justice of the Peace নিযুক্ত হন।

১৯৯৩ সালে তিনি স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশের প্রথম Honorary Consul-General হন।

১৯৯৫ সালে জাতিগত সম্প্রীতিতে অবদানের জন্য তিনি গইঊ (Member of the British Empire) খেতাব পান।

২০০০ সালে Queen Margaret University, Edinburgh তাকে Doctor of Business Administration (Honoris Causa) প্রদান করে।

২০০৭ সালে Heriot-Watt University তাকে Doctor of Letters (D. Litt.) এবং Edinburgh Napier University Zv‡K Doctor of the University উপাধি প্রদান করে।

তিনি Ro–al Society of Arts (FRSA)-এর ফেলো।

২০০৩ সালে তিনি Debrett's People of Today-এ অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯২ সালে তিনি Junior Chamber Young Scot of the Year নির্বাচিত হন।

২০২৩ সালে তিনি King's Awards for Enterprise-এর বিচারক ছিলেন।

ড. উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

তিনি Council for Bangladeshis in Scotland-এর চেয়ারম্যান।

এডিনবরার Central Mosque-এর প্রতিষ্ঠাতা।

Shahjalal Mosque & Islamic Centre-এর ট্রাস্টি।

Edinburgh Bangladesh Samity Ges Edinburgh Mela-র চেয়ারম্যান।

BanglaScot Foundation-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান।

Commonwealth Society of Edinburgh-এর চেয়ারম্যান।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তিনি শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করেননি, বরং দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতিকে স্কটল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ড. ওয়ালী তাসার উদ্দিন গইঊ উইঅ ঋজঝঅ উখরঃঃ ঔচ শুধুমাত্র একজন সফল ব্যবসায়ী নন, তিনি একজন সমাজসেবক, মানবতাবাদী, সাংস্কৃতিক দূত এবং বাংলাদেশি প্রবাসী সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি বিশ্বাস করেন, নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই বাংলাদেশ আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

ড. ওয়ালী তসর উদ্দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, জনহিতকর কাজ এবং কমিউনিটিতে নেতৃত্বের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার তাকে যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ উভয় দেশেই একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে, তিনি অন্যদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। তার এই কর্মকান্ড ব্রিটিশ ও বাংলাদেশী উভয় জাতিকে আলোর পথ দেখিয়ে যাচ্ছে।

Special **HONOUR**

মাহমুদ হাসান এমবিই

সিইও, অ্যাপাসেন ইন্টারন্যাশনাল

কমিউনিটি নেতৃত্বের প্রেরণা: মাহমুদ হাসান এমবিই

ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটি তথা বৃহত্তর সমাজে যেসকল মানুষ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অসামান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন মাহমুদ হাসান এমবিই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে তিনি যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা আপাসেন-এর প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। একই সঙ্গে তিনি আপাসেন ইন্টারন্যাশনাল-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেনড় যার লক্ষ্য অটিজম ও বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়তামূলক সেবার মাধ্যমে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।

আপাসেন-এর কর্মকান্ডের বাইরেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন বাংলাদেশ এবং লন্ডনের ফিনিক্স স্কুল-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশে অটিজম ও নিউরো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য তিনি ব্রিটিশ কারিকুলামভিত্তিক একটি বিশেষায়িত স্কুল ও ডে সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে মূল ভূমিকা পালন করেন।

স্বেচ্ছাসেবার প্রতি গভীর আগ্রহ থেকে তরুণ বয়সেই তিনি বাংলাদেশ ও পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন কমিউনিটি কর্মকান্ডে যুক্ত হন। ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর থেকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কমিউনিটির সমস্যা তুলে ধরা, স্বেচ্ছাসেবী খাতের নীতি প্রণয়ন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১৯৮২ সালে তিনি বেঙ্গলি ওয়ার্কার্স অ্যাকশন গ্রুপ-এর জন্য ক্যামডেন কাউন্সিল থেকে ভবন বরাদ্দে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, যা পরবর্তীতে "সুরমা সেন্টার" নামে পরিচিত হয়। ১৯৮৪ সালে তিনি ক্যামডেন কাউন্সিলের হাউজিং ক্যাম্পেইনে নেতৃত্ব দেন, যার মাধ্যমে ১১০টি বাংলাদেশি পরিবার নতুনভাবে আবাসনের সুযোগ পায়।

জনাব হাসান ব্রিটিশ-বাংলাদেশি অনার্স ফোরাম প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে রাজকীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরিসহ তরুণ প্রজন্মকে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি তিনি কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে চ্যাপ্টার-এর আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যা বাংলাদেশে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১৯৫২ সালের ৬ আগস্ট সিলেট জেলার বরইকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাহমুদ হাসান। তিনি বাংলাদেশ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে তিনি তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর তিনি আন্তর্জাতিক/বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় পুনর্বাসন কর্মসূচিতে কাজ করেন।

প্রবাসে জীবনযাপন সত্ত্বেও মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি বরাবরই বিশেষায়িত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অবদান রাখতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৪ সালে মাহমুদ হাসান ক্যামডেন কাউন্সিলে প্রথম নির্বাচিত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কাউন্সিলর হন। তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালক ও গভর্নর হিসেবে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ক্যামডেন কমিউনিটি ল' সেন্টার, ভলান্টারি অ্যাকশন ক্যামডেন, সেন্ট মাইকেল স্কুল, কিংসওয়ে কলেজ কর্পোরেশন, ক্যামডেন পুলিশ কনসালটেটিভ কমিটি এবং প্যাডিংটন চার্চেস হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন। তিনি কনসোর্টিয়াম অব বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনস (সিবিএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান চেয়ারম্যান।

তিনি ১৯৯৩ সালে ক্যামডেন রেশিয়াল ইক্যুয়ালিটি কাউন্সিল-এর নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন এবং ক্যামডেন ল' সেন্টার, প্যাডিংটন চার্চেস হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনসহ বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক ফোরামের শুভেচ্ছা দূত হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রোফাইল এশিয়ান "হু'জ হু" ইন্টারন্যাশনালসহ বহু প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনের পার্শ্ব-সম্মেলনে তিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, যেখানে তাঁর নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি পায়।

১৯৯৯ সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্মদিনে মাহমুদ হাসান তাঁর অসামান্য কমিউনিটি কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এমবিই উপাধিতে ভূষিত হন।

Special **HONOUR**

কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী

সাবেক মেয়র

কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী: বাঙ্গালী কমিউনিটির একজন দক্ষ সংগঠক

শেরওয়ান চৌধুরী ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে আসেন এবং তিনি ব্রিটেনের সারে এলাকার এপসোমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে ক্রয়ডনে চলে আসেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ক্রয়ডনের প্রাণবন্ত বহুসংস্কৃতির সাথে নিজেকে নিবেদিত করেন এবং এর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করেন। একই বছর তিনি একটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ খোলেন এবং তখন থেকেই ক্রয়ডনের একজন নিবেদিতপ্রাণ বাসিন্দা হিসেবে রয়েছেন।

শেরওয়ানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের সিলেটে, তার গ্রামের বাড়ি জকিগঞ্জের আটগ্রামে। তিনি সিলেট পাইলট স্কুল এবং পরে সিলেটের এমসি কলেজে পড়াশোনা করেন। ক্রয়ডনে আসার পর থেকেই তিনি স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। তিনি সারে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ক্রয়ডন (BWAC) নামে নামকরণ করা হয় এবং একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সদস্যদের একজন হিসেবে, শেরওয়ান বহু বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি উভয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে, ইডঅঙ্গ সমৃদ্ধ হয় এবং সফলভাবে নিজস্ব স্থান অর্জন করে।

শেরওয়ান ১৯৯২ সালে লেবার পার্টিতে যোগ দেন এবং দ্রুত একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হয়ে ওঠেন, মূলধারার রাজনীতিতে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেন। তিনি প্রথমবার ১৯৯৪ সালে ক্রয়ডনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, ২০০৬ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন এবং নিষ্টা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি ২০২০ সালে ক্রয়ডনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং ২০২১ সালে মেয়র নির্বাচিত হন। সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে, তিনি পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় সংসদীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন।

তার স্বেচ্ছাসেবক সেবা বিভিন্ন সংগঠনের বৃহত পরিসরে বিস্তৃত। তিনি ক্রয়ডন রেস ইকুয়ালিটি কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ক্রয়ডন রেস ইকুয়ালিটি পার্টনারশিপের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। তিনি উইন্টারবোর্ন বয়েজ স্কুলে স্কুল গভর্নর হিসেবে ১৪ বছর নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, স্থানীয় শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্নত করতে সহায়তা করেছিলেন।

শেরওয়ান সবসময়ই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। ১৯৮৪ সাল থেকে, বিডব্লিউএসি ক্রয়ডনে শিশুদের জন্য বাংলা এবং আরবি ক্লাস পরিচালনা করে আসছে। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রগ্রেসিভ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ট্রেজারার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন, শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে যুব সম্পৃক্ততা এবং উন্নয়নে সহায়তা করেছেন।

ব্রিটিশ বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের প্রতি তার অবদান তাকে যুক্তরাজ্যের ১০১ জন সেরা বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের নেতার একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস এবং জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে-এর উপদেষ্টা।

সমাজ সেবায় গভীর বিশ্বাস নিয়ে, শেরওয়ান জাকিগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন, যা ক্রয়ডন এবং গ্রামীণ বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তা করে। তিনি জাকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে (বর্তমানে জাকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতি, যা যুক্তরাজ্যের জাকিগঞ্জীদের প্রতিনিধিত্বকারী সবচেয়ে সফল কমিউনিটি সংগঠনগুলির মধ্যে একটি। এই সংস্থাটি কোভিড-১৯ এর সময় খাদ্য বিতরণ, সেলাই মেশিন সরবরাহ, চিকিৎসা শিবির এবং ঘর নির্মাণ প্রকল্পের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে সহায়তা করেছে - যার অর্থায়ন করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের দাতব্য অনুদানের মাধ্যমে।

একজন নিবেদিত মানবিক সংগঠক হিসেবে, শেরওয়ান নিয়মিতভাবে ক্যান্সার রোগীদের সহায়তা, গৃহহীনদের গৃহদান, বয়স্কদের সহায়তা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং এর জন্য হাজার হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ করেন। তিনি গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য স্লিপ-আউট ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মার্সডেন ক্যান্সার হাসপাতাল এবং বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতাল সহ হাসপাতালগুলিকে সহায়তা করেছেন, যেখানে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করছেন।

শেরওয়ান তার বাবার আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সমাজ বঞ্চিত মানুষদের সহায়তা করার জন্য তার বাবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে তার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন এবং ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে রাজনীতিতে আসার আগ্রহ জাগে এবং নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

পেশাগতভাবে, শেরওয়ান ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বীমা শিল্পে প্রবেশ করেন, অ্যালিকোর শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, তিনি সামাজিক আবাসন খাতে চলে আসেন, যেখানে তিনি গৃহহীনতা এবং সম্প্রদায়ের সহায়তার উপর মনোযোগ দিয়ে কাজ চালিয়ে যান।

শেরওয়ানের স্ত্রী ব্রিটেনে একজন শিক্ষক সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং তারা তিন পেশাদার সন্তানের গর্বিত বাবা-মা: তাদের মেয়ে ফার্মাসিস্ট , বড় ছেলে একজন নিউরোসার্জনের এবং ছোট ছেলে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের। তাদের নাতি-নাতনিও রয়েছে।

১৯৯৩ সালে, বিডব্লিউএসি বাংলাদেশের চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত দ্বীপ কুতুবদিয়ায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে আন্তর্জাতিকভাবে তার প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই আশ্রয়কেন্দ্র হাজার হাজার মানুষকে সেবা প্রদান করেছে এবং অফ-সিজনে এটি একটি বৃত্তিমূলক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়, শেরওয়ান, বিডব্লিউএসি সদস্যদের সাথে, বয়স্ক বাসিন্দাদের বাড়িতে খাবার এবং গরম খাবার পৌঁছে দিয়ে সহায়তা করেছিলেন এবং ক্রয়ডন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মী এবং ক্রয়ডন জুড়ে গৃহহীন ব্যক্তিদের খাবার সরবরাহ করেছিলেন।

Message

I would like to congratulate the organisers of Global Jalalabad Association for organising four day long “International Jalalabad Festival” second time in Paris. The festival will bring people from Jalalabad area under one platform to celebrate the success of this region.

I wish all the very best to the festival .

Best Regards,

Ahmed Labib Rahman
Former Member of
youth parliament, UK

সিলেটের ভাষা, ইতিহাস -ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

হাসনাইন সাজ্জাদী
লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

সিলেট বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এক ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য সিলেটের পরিচিতি সুদূরপ্রসারী। পাহাড়-টিলা, চা-বাগান, হাওর-বাঁওড় আর নদী-নালা মিলিয়ে এই জনপদ শুধু ভৌগোলিক সৌন্দর্যে নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্যেও অনন্য মর্যাদা বহন করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সিলেটের লোকসংস্কৃতি, মরমি গান, লোকসাহিত্য, লোকপালা, গীতিমাল্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, ব্রতচারী আন্দোলন, বিজ্ঞানকাব্য আন্দোলন, প্রভৃতি বিশ্ব সম্পদ। সিলেটের ভাষাকে সিলেটি ভাষা বলা হয়। তবে সিলেটের বর্ণমালাকে বলা হয় সিলেটি নাগরীলিপি। বর্তমানে [স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ভাষা] সিলেটি ভাষা বৃহত্তর সিলেট ছাড়াও করিমগঞ্জ, কাছাড়, ত্রিপুরা, বদরপুর, আসাম, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও বিহারের কিছু অংশে প্রচলিত থ াকলেও তার বর্ণমালা সিলেটি হরফ বা সিলেটি নাগরীলিপি লুপ্ত প্রায়। সিলেটের অনেকেই এখন সিলটি নাগরীলিপি নিয়ে গবেষণা করলেও নাগরীবিদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন মোস্তফা সেলিম। সিলেটি নাগরীলিপির পুনরুদ্ধারে তিনি ও আবদুল মান্নান এগিয়ে রয়েছেন এ কাজে। আবদুল মান্নান নাগরী বর্ণমালা তৈরি করেছেন এবং মোস্তফা সেলিম বর্ণমালা গ্রন্থ রচনা করা ছাড়াও প্রথমবারের মতো হারিয়ে যাওয়া নাগরীলিপির ইতিহাস লিখেছেন।

প্রাচীন ইতিহাস

সিলেটের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পাল, সেন ও হিন্দু রাজাদের শাসনামলে এ অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল। ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম আধ্যাত্মিক নেতা শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী হয়ে ৩৬০ আউলিয়া সিলেটে আগমন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দাওয়াতি কার্যক্রমে ইসলাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিলেট পরিণত হয় আধ্যাত্মিক নগরীতে। শাহজালালের নাম আজও সিলেটের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সিলেটের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। প্রাচীন কালে সিলেট অঞ্চল ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ। পাহাড়, নদী আর উর্বর সমভূমির কারণে এখানে গড়ে উঠেছিল মানব বসতি ও সংস্কৃতি।

১. ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন সিলেট ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অংশ। এটি আসামের কাছাকাছি হওয়ায় আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। চারদিকে পাহাড় ও অরণ্য পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলকে অনেক সময় 'আতরান্তিক জনপদ' বা সীমান্ত অঞ্চল বলা হতো।

২. প্রাগৈতিহাসিক যুগ

সিলেট অঞ্চলে প্রস্তর যুগের মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। টিলা ও পাহাড়ি এলাকায় প্রস্তর যুগের নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলে সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে।

৩. প্রাচীন রাজ্য

সিলেট ছিল প্রাচীনকালীন গৌড়রাজ্যের একটি অংশ। এছাড়া এটি কামরূপ রাজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সিলেট প্রাচীন হরীকেল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হরীকেল রাজ্য ছিল বঙ্গের উত্তর-পূর্ব অংশে প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী জনপদ। সিলেট থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা হয়ে ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম ছিল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও চন্দ্রপুর রাজ্য ছিল জুড়ীর সাগরনালে। তাম্র যুগেও কুলাউড়া ও মৌলভীবাজার কেন্দ্রিক রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বরমচালে প্রাপ্ত শিলালিপি তার প্রমাণ।

৪. সংস্কৃতি ও ধর্ম

প্রাচীন কালে সিলেটে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব ছিল প্রবল। গুপ্ত যুগে ও পরে পাল যুগে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। অনেক বৌদ্ধ বিহার ও প্রত্ননিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে শৈব, ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মাচরণের বিস্তার ঘটে।

৫. আর্যদের আগমন

ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথম আগমন ঘটে সিলেটে সীমান্ত দিয়ে। ইরান এবং রাশিয়া থেকে চীন হয়ে আর্যরা প্রথম সিলেটে প্রবেশ করে বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে সিলেটের কোনো এক রাজা বিহার থেকে পাঁচ জন আর্য ধর্মপতিকে সিলেটে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে পঞ্চখণ্ডে বসবাসের সুযোগ করে দেন। সিলেটের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ। তেমনি চন্দ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তম শতকে জুড়ী অঞ্চলে ছিল বলে জানা যায়।

৬. জনপদ ও বাণিজ্য

সুরমা ও কুশিয়ারা নদী প্রাচীন সিলেটকে উর্বর করে তুলেছিল। নদীপথে নৌ-বাণিজ্যের কারণে এই অঞ্চল প্রাচীনকালেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তুলা, চাল, মসলিন, হাতির দাঁত ও কাঠ প্রাচীন সিলেটের প্রধান বাণিজ্যপণ্য ছিল। আরব থেকে সিলেট হয়ে চীনে নৌ পরিবহন চালু ছিল এবং সিলেটে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠেছিল।

৭. মুসলিম আগমন

প্রাচীন সিলেটের ইতিহাসে একটি বড় পরিবর্তন ঘটে ১৩শ শতকে, যখন হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর অনুসারীরা ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তার আগে সিলেট মূলত হিন্দু রাজাদের শাসনে

ছিল। ইসলাম আগমনের পর সিলেটের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ সময় মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত এবং ইকলিমে মুয়াজ্জমাবাদ নামে সিলেটকে প্রদেশ করা হয়। ইকলিম বা ইক্তার শাসক হতেন একজন উজির। যাকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হতো।

৮. সিলেটের পীর-মাশায়েখ, আলেম ওলামা

সিলেট যরংঃড়ৎরপধষষু একটি ধর্মীয় কেন্দ্র এবং এখানকার প্রধান পীর মাশায়েখদের মধ্যে হজরত শাহজালাল (রহ.) এবং তাঁর সঙ্গীরা উল্লেখযোগ্য, যারা এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও, সময়ের সাথে সাথে আরও অনেক পীর-মাশায়েখ এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন এবং তাঁদের অনুসারীরা আজও এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে। সিলেট ৩৬০ আউলিয়াসহ অসংখ্য ওলামা এবং পীর-মাশায়েখের চারণভূমি। ইসলাম প্রচার, আধ্যাত্মিক সাধনা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিলেটের পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামাদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

ক. ইসলামের সূচনা ও শাহজালাল (রহ.)-এর আগমন : ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে হজরত শাহজালাল ইয়েমেনি (রহ.) সিলেটে আগমন ঘটে এবং গৌড়ের সেনাপতি গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে ইসলামের পতাকা উড়ান। তাঁর সঙ্গে পথে পথে যুক্ত হয়ে সিলেটে আসেন ৩৬০ আউলিয়া। তাঁরা ইসলাম প্রচার করতে সিলেট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার আজও সিলেটের সর্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

খ. শাহপরাণ (রহ.) ও তাঁর বংশধর : শাহজালাল (রহ.)-এর ভাগিনা ও খলিফা হজরত শাহপরাণ (রহ.) সিলেট শহরের পূর্বপ্রান্তে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ আজও সিলেটে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

গ. তরফ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক কেন্দ্র : মুসলিম শাসন আমলে তরফ হয়ে উঠেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সুফি-সাহিত্যকেন্দ্র। এখানে সৈয়দ শাহ হুমায়ূন বোখারির বংশধরেরা বসতি স্থাপন করেন। তরফেই জন্ম নেন আধ্যাত্মিক সাধক ও আলেম-ওলামারা, যারা বাংলা মুসলিম সাহিত্যের সূচনায় অবদান রাখেন।

ঘ. অন্যান্য খ্যাতিমান পীর-মাশায়েখ : শাহজালাল দরগাহের খলিফাগণ–বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। শাহ মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আযমী (তরফ)–সুফি সাধক ও সাহিত্যে অগ্রদূত। শাহ কামাল কুতুব (শাহজালালের সঙ্গী, জালালাবাদ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক)। শাহ গরীবুল্লাহ (রহ.), শাহ সুফি নসিরউদ্দিন (রহ.), শাহ আরেফিন (রহ.) সহ আরও অনেক সুফি আউলিয়া সিলেট জুড়ে ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছেন।

ঙ. আলেম-ওলামা ও মাদরাসা শিক্ষা : সিলেটে প্রাচীনকাল থেকে মক্তব-মাদরাসা চালু ছিল। ব্রিটিশ আমলে আলিয়া মাদরাসা প্রথার অনুসরণে সিলেটে বহু কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেটের আলেমরা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন : খিলাফত আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন এবং সিলেট রেফারেন্ডাম। মাওলানা ইব্রাহিম তশনা (রহ.), মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী (রহ.), মাওলানা শামছুল হক সেলবর্ষী (রহ.), মাওলানা মোশাহিদ বায়মপুরী (রহ.), মাওলানা ইদ্রিছ আলী (রহ.) প্রমুখরা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক। বিপক্ষে ছিলেন মাওলানা বশীর উদ্দিন (রহ.), মাওলানা শোয়াইব আলী (রহ.), শায়খ লুৎফুর রহমান বর্ণভী (রহ.) প্রমুখরা।

চ. আধুনিক যুগের আলেম-ওলামা : সাম্প্রতিক ইতিহাসে সিলেটে বহু নামকরা আলেম-ওলামার অবদান রয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার আলী (রহ.) কিশোরগঞ্জী, সিলেটি বংশোদ্ভূত, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নেতা। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাম প্রস্তাবনায় উঠে আসেন এবং সারা বাংলাদেশে ভ্রমণ করে জনমত গঠন করেন। কিন্তু আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে তার প্রেসিডেন্ট হবার পথ রুদ্ধ করে এবং গণতন্ত্রের চর্চা পাকিস্তানে দুরূহ করে তোলে। মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ.)–বিশিষ্ট পীর, মুফাসসির, ইসলামী শিক্ষার প্রসারে ফুলতলী ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ কামাল উদ্দিন যাকারিয়া (রহ.)– ইসলামী শিক্ষাবিদ ও আলেম। সমসাময়িক সময়ে সিলেটে অসংখ্য আলেম-ওলামা কওমি ও আলিয়া শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করছেন। এছাড়াও সিলেটের হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রহ.), শায়খে কৌড়িয়া (রহ.) প্রমুখরা সিলেটের সর্বজন সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন।

সারসংক্ষেপে: সিলেটের ইতিহাস ইসলাম, আউলিয়া-পীর, আলেম-ওলামা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাহজালাল (রহ.) থেকে শুরু করে ফুলতলী সাহেব কিবলা পর্যন্ত অসংখ্য মাশায়েখ সিলেটকে আধ্যাত্মিক রাজধানীতে রূপ দিয়েছেন।

আপনি কি চান আমি প্রতিটি যুগভাগ (শাহজালাল যুগ, তরফ যুগ, মুঘল-ঔপনিবেশিক যুগ, আধুনিক যুগ) অনুযায়ী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের বিস্তারিত তালিকা করে দিই?

৮. মরমী গানের ইতিহাস

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার লস্করপুর থেকে থেকে নাগরীলিপিতে প্রথম মরমি গানের জন্মদেন গোলাম হুসন। তাঁর লেখা তালিব হুসনের পাণ্ডুলিপি লন্ডন থেকে আবিস্কৃত হয়ে বাংলা মরমী গানের আদি ভূমি সিলেট বিভাগের কুলাউড়া অঞ্চলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। একই উপজেলার মুনসি সাদিক আলী কিতাব হালতুন্নবী লিখে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। সিলেটী নাগরী বিশারদ মোস্তফা সেলিম লন্ডন থেকে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে বাংলা লিপ্যন্তর করে প্রকাশ করেছেন।

৯. বৈষ্ণব আন্দোলন

হযরত শাহ জালাল সিলেটে এবং ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে পুরো বঙ্গদেশ জুড়ে ইসলাম প্রচার পায়। এর বিপরীতে সিলেট-সন্তান নিমাই সন্যাসী ওরফে শ্রীচৈতন্য দেব তার কথিত মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তিনি সাধনা বলে বৈষ্ণব ধর্মের জন্ম দেন। বৈষ্ণব আন্দোলন না হলে নিম্নবর্গের মানুষেরা মুসলমান হয়ে কথিত সম-অধিকার লাভ করতো। তাতে হিন্দু ধর্ম হিসেবে আরো ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়তো। সিলেটে নাথ সাহিত্যের গুরু মীন নাথ কিংবা গৌরাক্ষনাথের জন্মস্থান

ছিল বলে অনুমান করা হয়।

১০. ঔপনিবেশিক আমল

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সিলেট ব্রিটিশ ভারতের অংশ হয়। ব্রিটিশরা এখানে ব্যাপকভাবে চা-বাগান স্থাপন করে, যার ফলে সিলেট বাংলাদেশের চা শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সিলেটের প্রবাসী সংস্কৃতির সূত্রপাতও ঘটে এই সময় থেকে, যখন অনেক সিলেটি মানুষ জীবিকার সন্ধানে আসাম, কলকাতা ও পরবর্তীকালে ব্রিটেনে পাড়ি জমান।

১১. ব্রতচারী আন্দোলন ও অন্যান্য

'আমি বাঙালি, আমি বাংলার সেবা করবো, আমি বাংলাকে ভালোবাসি' এই স্লোগান নিয়ে ভারত উপমহাদেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন গুরুসদয় দত্ত। এখনো তা ভারতে জনপ্রিয়। একই ভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাওয়া বিজ্ঞান কবিতার আন্দোলন আমার তৈরি। শেখ মুজিবুর রহমান সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন এই ব্রতচারী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং বাংলাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। যার প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে লক্ষ করা গেছে।

১২. অনুবাদ সাহিত্যে সিলেট

সিলেটি ভাষায় মহাভারত থেকে আল কোরআন অনুবাদ হয়েছে। সিলেটি ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন সঞ্জয় গোর। সিলেটি ভাষায় আল কোরআনের অনুবাদও হয়েছে এবং তা অচিরে পাণ্ডুলিপি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর অন্যতম অনুবাদক হলেন শেখ এইচ এম শফিকুর রহমান। পাণ্ডুলিপি দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। একই সঙ্গে মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদকারক সঞ্জয় গোরের জন্মস্থানও সিলেট।

১৩. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

বাংলা ভাষা আন্দোলনে সিলেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বরং ভাষা আন্দোলন ও ফকির সন্ন্যাস আন্দোলন বাদ দিলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত এ সিলেট থেকেই। সিলেটের হাদা মিয়া ও মাদা মিয়া সহ কয়েকজন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ। ১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট আসামের অংশ থেকে পূর্ববাংলায় যুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সিলেট ছিল অন্যতম যুদ্ধক্ষেত্র। অসংখ্য শহীদ তাদের জীবন দিয়ে এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণী ওসমানী ছিলেন এই সিলেটের মহান বীর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান ততদিন থাকবে যতদিন এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকবে।

১৪. বাংলায় ইসলামি দর্শন

বাংলায় ইসলামি দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এই সিলেট বিভাগের কৃতি সন্তান। তিনি মরমি রাজা হাছন রাজার বংশধর। ইসলামি দর্শনকে বাংলায় রূপান্তর এবং তুলে ধরে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়ে একটি বড় অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি ঢাকায় আবু জর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। আবু জর ছিলেন ইসলামিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

১৫. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সিলেটকে বলা হয় আধ্যাত্মিক রাজধানী। শাহজালাল ও শাহপরান (রহ.) সহ অসংখ্য দরগাহ, মসজিদ ও খানকাহ এখানে অবস্থিত। এছাড়া সিলেট বিভাগ বাউলগানের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে জন্ম নিয়েছেন; হাছন রাজা, রাধারমণ দত্ত, শীতালং শাহ, শাহ ইয়াসিন, শাহ আবদুল করিম, আমির সাধু, কারী আমির উদ্দিন প্রমুখ মরমী শিল্পী এবং অন্ধ কবি আর্জুমান্দ আলী, গুরুসদয় দত্ত, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মোর্তজা আলী, সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ, মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী প্রমুখ। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, গণকবি দিলওয়ার, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সেলু বাসিত, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, নন্দলাল শর্মা, আফজাল চৌধুরী, মুকুল চৌধুরী, আবু সাঈদ জুবেরী, লাভলী চৌধুরী, সেলিম আউয়াল, হাসনাইন সাজ্জাদী (এ প্রবন্ধকার), কিশোওয়ার ইবনে দিলওয়ার, শাব্বীর জালালাবাদী, শাহীন ইবনে দিলওয়ার, জফির সেতু, মোশতাক আহমাদ দীন, খালেদ উদ্-দীন, রাহনামা শাব্বীর চৌধুরী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত। সিলেটকে তাঁরা তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছেন।

১৬. প্রাকৃতিক ঐতিহ্য

সিলেটের সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান হলো টিলা-বেষ্টিত চা-বাগান, জাফলংয়ের পাথর আর পিয়াইন নদী, রাতারগুলের জলাবন, হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ার হাওর, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর ও মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত, মাধবপুর লেক, লাউয়াছড়া প্রাকৃতিক বন, চা বাগান প্রভৃতি। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সিলেটকে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন রাজধানীতে রূপ দিয়েছে।

১৭. প্রবাসী সংস্কৃতি

বিশ্বব্যাপী সিলেটিদের প্রবাস জীবন সিলেটের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে সিলেটি প্রবাসীদের প্রভাব রয়েছে ব্যাপক। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা অঞ্চলের প্রবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই আনেনি, বরং সিলেটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রেখেছেন। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠন বিশ্বব্যাপী সিলেটের উন্নয়নে একজোট। বিশেষ করে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর নানা উদ্যোগ এখন প্রশ্নাতীত ভাবে সিলেট ও সিলেটিদের উন্নয়নে আপোষহীন।

উপসংহার

সিলেটের ইতিহাস যেমন প্রাচীন ও গৌরবময়, তেমনি এর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, প্রবাসী প্রভাব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্মিলনে সিলেট হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের এক বিশেষ পরিচয়ের অঞ্চল। সিলেট কেবল ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বাংলাদেশ ও বাঙালির সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

সুনামগঞ্জ : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা

এম আতাউর রহমান পীর
লেখক : প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ,
সভাপতি- গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ জেলা এক অনন্য ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পরিচায়ক। জেলাটি কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের জন্যই নয়, ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এখানে বিস্তীর্ণ হাওর, অসংখ্য নদী, খাল, বিল, টিলা, পাহাড় এবং সীমান্তঘেঁষা প্রাকৃতিক দৃশ্যপট রয়েছে। বর্ষাকালে হাওরাঞ্চল পানি দিয়ে ভরে যায়, আর শীতকালে তা শুকিয়ে বিশাল ফসলের মাঠে পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জেলার মানুষের জীবনধারা, কৃষি, বাণিজ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

সুনামগঞ্জের অর্থনীতি মূলত কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক হলেও এখানকার মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পর্যটন সম্ভাবনা জেলা ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। হাওরের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনযাত্রা, উৎসব, লোকসংগীত এবং আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গ জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে সমৃদ্ধ লোকসংগীত, আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, বিভিন্ন উৎসব ও গ্রামীণ জীবনধারা জেলা ও দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

প্রাচীনকাল : সুনামগঞ্জ প্রাচীন শ্রীহট্ট জনপদের অংশ ছিল। মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন শাসনামলে অঞ্চলটি কৃষি ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। নদীমাতৃক ভূ-প্রকৃতির কারণে প্রাচীনকাল থেকেই নৌবাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল। নদী ও খাল দিয়ে পণ্য পরিবহন এবং স্থানীয় বাজারগুলোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলতো।

মধ্যযুগ : সুলতানি আমলে সুফি সাধকরা ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে এসেছিলেন। তাঁরা কেবল ধর্ম প্রচার করেননি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও আধ্যাত্মিকতার বার্তাও ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সুনামগঞ্জে বহু ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে। মুঘল শাসনামলে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংগঠিত হয়। ধান, মাছ এবং নৌপথে বাণিজ্য ছিল অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। নৌপথে পণ্য পরিবহন এবং হাওরের মাছ, ধান ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্য অঞ্চলটিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

ব্রিটিশ শাসনামল : ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদারি প্রথা চালু হয়। জমিদার ও মহাজনদের শোষণে কৃষক সমাজ দুর্ভোগে পড়েছিল। ব্রিটিশরা প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন করে। চা শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ এবং প্রবাসী শ্রমবাজারে অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তান আমল : ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সুনামগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। ভাষা আন্দোলনের সময় এখানকার ছাত্র সমাজ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান আমলে অর্থনৈতিকভাবে অঞ্চলটি পিছিয়ে থাকলেও রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জের অবদান উল্লেখযোগ্য। সীমান্তবর্তী হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সীমান্ত ব্যবহার করতে পারতেন। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদের দুর্বল করার কাজে অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সুনামগঞ্জ স্বাধীন হয়, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

লোকসংগীত

সুনামগঞ্জের লোকসংগীত সমৃদ্ধ। হাছনরাজা, রাধারমণ দত্ত, শাহ আব্দুল করিম ও শাহ আছদ আলী প্রমুখ গীতিকারেরা জেলা ও দেশের সীমা অতিক্রম করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। হাছনরাজা গান দিয়ে মানবিক দুঃখ, আত্মার সন্ধান ও জীবনদর্শনের বার্তা দিয়েছেন। রাধারমণ দত্তের গান ভক্তি, প্রেম ও ভাটিয়ালি সুরে সমৃদ্ধ। শাহ আব্দুল করিম গ্রামীণ জীবন, প্রেম-বিরহ, সমাজের বৈষম্য ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এই গানগুলো শুধুই বিনোদন নয়, সামাজিক আন্দোলন ও মানবিকতার বাণী বহন করে।

উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান : গ্রামীণ জীবনে উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর্ষাকালে নৌকা বাইচ, হাওর উৎসব, ভাটিয়ালি গান স্থানীয় জীবনের আনন্দ হয়ে ওঠে। পৌষমেলা, বৈশাখী মেলা, কীর্তন, পালাগান ও যাত্রাপালা আজও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। হাওরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই উৎসবগুলো সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রাথমিক শিক্ষা : সুনামগঞ্জ হাওরকেন্দ্রিক। বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ হাওরাঞ্চল পানিতে ডুবে গেলে বিদ্যালয় কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি তিনটি গ্রামের জন্য মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনেক শিশু দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতে বা নৌকায় চড়ে বিদ্যালয়ে যায়। শিশুদের ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়। এনজিও ভাসমান স্কুল চালু করেছে, তবে সংখ্যা সীমিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা : রাজশাহী বিভাগের গড় ৪.২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় সুনামগঞ্জে মাত্র ২.৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অবকাঠামো দুর্বল, শিক্ষক সংকট প্রকট। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যুৎ ও শৌচাগারের অভাব প্রকট। বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়।

উচ্চশিক্ষা : জেলা জুড়ে কলেজ সংখ্যা মাত্র ৪৫টি। অনেক শিক্ষার্থী জেলা সদর বা সিলেট শহরে যেতে বাধ্য হয়। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে না। মেয়েদের শিক্ষায় দূরত্ব

ও নিরাপত্তা সমস্যা বৃদ্ধি করে।

কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা : কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ সীমিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চালু হলেও পূর্ণাঙ্গ নয়।

সমাধান : ভাসমান স্কুল সম্প্রসারণ, নৌযান সরবরাহ, ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার, বৃত্তি ও খাবারের উদ্যোগ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় জনগণকে শিক্ষার বিষয়ে সচেতন করার ব্যবস্থা জরুরি।

হাওর : টাঙ্গুয়ার হাওর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রামসার সাইট। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বিরল প্রজাতির পাখি ও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রয়েছে। শীতকালে অতিথি পাখি আশ্রয় নেয়, যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বর্ষাকালে হাওর যেন এক সাগরে পরিণত হয়; নৌকাভ্রমণে অনন্য অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়।

পাহাড় ও লেক : তাহিরপুর ও শাল্লা অঞ্চলে বিস্তৃত পাহাড়, বিশেষত বারিক্কাটিলা এলাকা মনোমুগ্ধকর। নীলাদ্রি লেক পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়।

ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র : লাউড়ের গড় মধ্যযুগীয় সুলতানি আমলের ইতিহাস বহন করে। হযরত শাহ আরেফিন (র.) ও হযরত শাহ শামসুদ্দীন (র.)-এর মাজারে প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হন। যাদুকাটা নদীর পণাতীর্থ মেলা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মিলনমেলা হিসেবে পরিচিত।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধান : দূরবর্তী এলাকায় পর্যটক যাতায়াত কঠিন। আধুনিক হোটেল, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সমাধান হিসেবে উন্নত সড়ক ও সেতু, পর্যটনকেন্দ্র, হোটেল ও রিসোর্ট, তথ্যকেন্দ্র, পর্যটক গাইড সেবা, স্থানীয় জনগণকে পর্যটনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক প্রচারণা প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিত করলে সুনামগঞ্জ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

অর্থনীতি : সুনামগঞ্জের অর্থনীতি মূলত কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক। বোরো, আমন, আউশ ধান, খেসারী ও লাউশাক ফসলের সঙ্গে হাওরের মাছ মানুষের জীবিকার মূল উৎস।

কৃষি : হাওরের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি মৌসুমভিত্তিক। বন্যা বা অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে হাজার হাজার কৃষক দারিদ্র্যের মুখে পড়ে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সেচ ব্যবস্থা এবং সমবায় ভিত্তিক কৃষি উদ্যোগ আয়ের সুযোগ বাড়াতে পারে।

মৎস্য : হাওরের প্রাকৃতিক মাছ ও চিংড়ি স্থানীয় ও জাতীয় বাজারে সরবরাহ হয়। সমবায় মৎস্যচাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি সম্ভব।

শিল্পায়ন : সিমেন্ট, চুনাপাথর, পাথর, কয়লা ও কাঠজাত শিল্প সম্ভাব্য। হাওরভিত্তিক শিল্প, হ্যান্ডিক্রাফট এবং কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ : হাওরাঞ্চলের স্বাস্থ্যব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মৌসুমী বন্যা, দূরবর্তী এলাকা এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অভাব স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত করে।

সমাধান : জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল আধুনিকায়ন, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র, জরুরি সেবা, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ এবং দূরবর্তী এলাকায় টেলিহেলথ সেবা চালু করা জরুরি।

পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ : হাওরাঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ অপরিসীম। নদী খনন, জলাশয় সংরক্ষণ, বনভূমি রক্ষা, জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন সম্ভব।

যোগাযোগ : রেল সম্প্রসারণ (সিলেট-সুনামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ-ঢাকা) এবং ধর্মপাশা হয়ে ঢাকা পর্যন্ত উড়াল সড়ক। এতে কৃষিপণ্য দ্রুত বাজারজাত করা, শ্রমিক ও শিক্ষার্থীর যাতায়াত সহজ হবে এবং পর্যটন প্রসারিত হবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য : ভাসমান স্কুল সম্প্রসারণ, কারিগরি ও আইসিটি শিক্ষার প্রসার, জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল আধুনিকায়ন, হাওরাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবা।

শিল্পায়ন : সিমেন্ট, চুনাপাথর, পাথর ও কয়লা থেকে শিল্পায়নের সুযোগ। হ্যান্ডিক্রাফট, হাওরভিত্তিক মাছ ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা।

পর্যটন : হাওর, পাহাড়, লেক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র উন্নয়ন। পর্যটক তথ্যকেন্দ্র, গাইড সেবা, হোটেল ও রিসোর্ট নির্মাণ।

পরিবেশ সংরক্ষণ : নদী খনন, জলাশয় সংরক্ষণ, বনভূমি রক্ষা, জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র।

সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সুনামগঞ্জকে বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ ও আধুনিক জেলা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও শিল্পায়ন সমৃদ্ধ হলে জেলার অর্থনীতি ও মানুষের জীবনমান যুগোপযোগী হবে।

সুনামগঞ্জের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি : সিলেট বিভাগের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী জেলা। হাওর-বাওর, নদী-নালা ও পাহাড়ি ঝরনাধারা পরিবেষ্টিত এ অঞ্চল শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যেই নয়, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধ।

শিল্পকলায় সুনামগঞ্জ

১. লোকশিল্প : সুনামগঞ্জে লোকজ শিল্পকলার ধারা বহমান। বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, নকশিকাঁথা, শীতলপাটি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. সঙ্গীত শিল্প : হাওর অঞ্চলের মানুষ জীবনের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করে গান ও বাদ্যযন্ত্রে। একতারা, দোতারা, বাঁশি ও ঢোল এখানে বহুল প্রচলিত।

৩. চিত্রকলা : হাওর পাড়ের প্রকৃতিকে উপজীব্য করে স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি স্থানীয় মেলায় প্রদর্শিত হয়।

সাহিত্যচর্চা

১. মরমি সাহিত্য : সুনামগঞ্জের সর্বাধিক খ্যাতিমান সাহিত্যধারা হলো মরমি সাহিত্য। হাছন রাজা, রাধারমন, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ মরমি সাধকেরা তাদের গান ও কবিতায় মানবতাবাদ, প্রেম,

আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। শাহ আবদুল করিমের ভাটিয়ালি ও বাউল গান শুধু সুনামগঞ্জ নয়, পুরো বাংলাদেশে জনপ্রিয়।

২. লোকসাহিত্য : লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন ও পালাগান সুনামগঞ্জের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্ষা মৌসুমে হাওরে নৌকাবাইচ ও নৌকা গান স্থানীয় লোকসাহিত্যের অংশ হয়ে আছে।

৩. আধুনিক সাহিত্য : সুনামগঞ্জের কবি, লেখক ও সাংবাদিকরা আধুনিক সাহিত্য ও সাংবাদিকতায়ও অবদান রেখেছেন। স্থানীয় পত্রিকা, ছোটকাগজ ও সাহিত্যপত্রে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। আধুনিক কবিদের মধ্যে মোহাম্মদ সাদিক, রাগিব হোসেন চৌধুরী, মমিনুল মউজদীন, কর্নেল সৈয়দ আলী আহমদ প্রমুখ।

সংস্কৃতি

১. সঙ্গীত : সুনামগঞ্জকে বলা হয় বাউল-ভাটিয়ালির অন্যতম জন্মভূমি। শাহ আবদুল করিম, রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা–এই তিন মহাপুরুষ সুনামগঞ্জের সংস্কৃতিকে বিশ্বপরিচিত করেছেন। ভাটিয়ালি, সারিগান, পালাগান, বাউল গান, জারিগান ইত্যাদি গান এখনও গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২. লোকউৎসব : ক. বর্ষার নৌকাবাইচ, খ. মেলা ও পীর-আউলিয়ার ওরস, গ. হাওরপাড়ের বার্ষিক গ্রামীণ উৎসব।

৩. ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি : হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। এদের আচার-অনুষ্ঠান সুনামগঞ্জের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

হাওরভিত্তিক সংস্কৃতি : সুনামগঞ্জের সংস্কৃতির একটি বড় দিক হলো হাওর জীবন। বর্ষাকালে নৌকা যেমন চলাচলের প্রধান বাহন, তেমনি নৌকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গান, গল্প, হাসি-কান্না। কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি, মাছধরা, পাটকাটা, ধান কাটার মৌসুমি গান এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে রঙিন করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, হাসন রাজা, রাধারমণ দত্ত ও শাহ আবদুল করিমের জন্মভূমি সুনামগঞ্জ সাহিত্য-সংস্কৃতির এক মহার্ঘ ভাণ্ডার। এখানে লোকগীতি, মরমি সাহিত্য, হাওরভিত্তিক জীবনচিত্র ও লোকঐতিহ্য একে দিয়েছে অনন্য পরিচিতি।

সুনামগঞ্জের পর্যটন শিল্প : প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হাওর-বাওর, পাহাড়ি ঝরনা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধকদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান–সব মিলিয়ে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের এক অনন্য পর্যটন সম্ভার। এখানে বর্ষা, শরৎ বা শীত–প্রতিটি ঋতুই পর্যটকদের ভিন্ন অভিজ্ঞতা দেয়।

প্রধান পর্যটন কেন্দ্র :

১. টাঙ্গুয়ার হাওর : এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি, যা আন্তর্জাতিকভাবে রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত। নৌকায় ভ্রমণ, পাখি দেখা, মাছ ধরা ও হাওরের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক আসে।

২. জাদুকাটা নদী ও বারিকটিলা : ভারত থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জলের নদী জাদুকাটা–নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড়ের প্রতিফলনে এক স্বর্গীয় রূপ সৃষ্টি করে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মেঘালয়ের পাহাড় দেখা যায়।

৩. জাহিদপুর-হাসন রাজা জাদুঘর : মরমি সাধক ও গায়ক হাসন রাজা সুনামগঞ্জের গৌরব। তাঁর বাড়ি ও স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জাদুঘর, যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে।

৪. রাধারমণ দত্তের জন্মস্থান (জমালগঞ্জ) : বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি-গীতিকার রাধারমণ দত্তের জন্মভিটা এখন পর্যটনস্থল। বার্ষিক উৎসবেও এখানে বিপুল ভক্তসমাগম ঘটে।

৫. লাউড়ের গড় : প্রাচীন লাউড় রাজ্যের দুর্গ, যা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এ স্থান সুনামগঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য।

৬. বারেক টিলা ও পাথর কোয়ারি এলাকা : পাহাড়ি ঝরনা, নীল জল ও পাথরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসংখ্য পর্যটক টানে।

৭. শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপনা : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে আগ্রহী পর্যটকদের জন্য শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক অন্যতম আকর্ষণ।

হাওরভিত্তিক পর্যটন : বর্ষাকালে হাওরের বুক জুড়ে নৌভ্রমণ, ভাটিয়ালি গান শোনা, ধানকাটা মৌসুমে গ্রামীণ উৎসব–এসবই পর্যটকদের কাছে সুনামগঞ্জকে অন্যরকম করে তোলে। বিদেশি পর্যটকরাও টাঙ্গুয়ার হাওর দেখতে আসে।

আধ্যাত্মিক পর্যটন : শাহ আবদুল করিমের জন্মস্থান (দরগাপাশা, দিরাই)–মরমি সাধকের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। পীর-আউলিয়ার মাজার–সুনামগঞ্জ শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেক মাজার আছে, যা ভক্তদের টানে।

পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা

১. ইকো-ট্যুরিজম : হাওর ও নদীভিত্তিক পর্যটনকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের সম্ভাবনা অনেক।

২. সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন : হাসন রাজা, রাধারমণ দত্ত ও শাহ আবদুল করিমকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক ট্যুরিজম গড়ে উঠতে পারে।

৩. অর্থনৈতিক গুরুত্ব : পর্যটকদের আগমন স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল রাখছে; নৌকাচালক, গাইড, হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসা সমৃদ্ধ হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ

ক. পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, খ. যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, গ. পরিবেশ সংরক্ষণের ঘাটতি (বিশেষ করে টাঙ্গুয়ার হাওরে), ঘ. পর্যটন সুবিধার অভাব (রিসোর্ট, হোটেল ইত্যাদি)

সব মিলিয়ে বলা যায়, টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে হাসন রাজা পর্যন্ত–প্রকৃতি ও সংস্কৃতির যুগলবন্দিতে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। সঠিক পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন হলে সুনামগঞ্জের পর্যটন শিল্প দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ, সভাপতি- গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি।

ইতিহাস ঐতিহ্যে মৌলভীবাজার

সৈয়দ কামাল আহমদ বাবু
লেখক ও গবেষক, সভাপতি : গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, মৌলভীবাজার জেলা শাখা।

ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি জনপদ মৌলভীবাজার জেলা। হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এই জনপদ। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামেনী (রহ.) সিলেটে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন এবং সেখানেই নিজ হুজরা স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর সফরসঙ্গীদের ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন জনপদে সফর করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত শাহ মোস্তফা বোগদাদী (রহ.) মৌলভীবাজারে এসে উপনীত হন।

তখনকার সময়ে এই জনপদের নাম ছিল চন্দ্রপুর। চন্দ্রপুরের সামন্তরাজা ছিলেন চন্দ্র সিংহ। সে সময়ে অত্র এলাকায় কোন মুসলমান ছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৮৮২ সালে বর্তমান মৌলভীবাজারকে সাউথ সিলেট নাম দিয়ে একটি মহকুমা গঠিত হয়। ঠিক একই সময়ে সৈয়দ শাহ্ ইয়াছিন (রহ.) অধস্তন বংশধর মুনসেফ সৈয়দ কুদরত উল্লাহ তাঁর জমিদারি পরিচালনার জন্য একটি কাছারি ঘর নির্মাণ করেন। এই কাছারি ঘরকে ভিত্তি করে ছোট একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ এই বাজারকে মৌলভী সাহেবের বাজার বলে নামকরণ করেন।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সাউথ সিলেট মহকুমা প্রশাসক জনাব ডঃ আব্দুস ছাত্তার সাহেবের প্রচেষ্টায় সাউথ সিলেট নাম পরিবর্তন করে মৌলভীবাজার মহকুমা নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মৌলভীবাজারকে জেলা ঘোষণা করলে ছয়টি উপজেলা নিয়ে মৌলভীবাজার জেলা গঠিত হয়। বর্তমানে ৭টি উপজেলা ও ৫টি পৌরসভা নিয়ে মৌলভীবাজার জেলা। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের গণশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী ৬৭টি ইউনিয়ন ও ২০১৫টি গ্রাম রয়েছে এবং মোট জনসংখ্যার ২১,২৩,৪৪৪ জন অধ্যুষিত মৌলভীবাজার জেলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি জেলা মৌলভীবাজার উঁচু-নিচু টিলা, সমভূমি ও জলরাশিতে ভরা স্রষ্টার এক নৈসর্গিক সৃষ্টি এই জনপদ। সারাদেশে ১৬৩টি চা-বাগানের মধ্যে ৯২টি চা বাগানই রয়েছে মৌলভীবাজারে। তাই মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল উপজেলা চা'য়ের রাজধানী বলে খ্যাত। ঢেউ খেলানো চায়ের বাগান পর্যটনকদের করে বিমোহিত। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি যার ৬৮ শতাংশ মৌলভীবাজার জেলায় বিস্তৃত। নদ-নদী, হাওর, উঁচু নিচু টিলায় রয়েছে জীববৈচিত্র্যের সমারোহ। মনু, ধলাই, জুড়ী, ফানাই সহ আরো ছোট বড় অনেক নদী রয়েছে। মাধবকুণ্ড, হামহাম জলপ্রপাত, মাধবপুর লেইক, নবাব আলী আমজাদের বাড়ী, লাউয়াছড়া উদ্যান এই জেলার একটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। সৌন্দর্যের লীলাভূমি মৌলভীবাজারে ইসলাম প্রচারে এসেছেন অনেক সুফী-সাধক, যার মধ্যে রয়েছেন হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা (রহ.), হযরত সৈয়দ শাহ রোকন উদ্দীন (রহ.), হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন (রহ.), হযরত শাহ কালা (রহ.), হযরত শাহ খাকী (রহ.), হাজী কোয়াছিম উদ্দিন (রহ.) প্রমুখ। ফুলতলায় শাহ নিমাত্রা (রহ.) এর অন্যতম সুফি সাধক।

মৌলভীবাজারে শিক্ষার শিখর অনেক গভীরে। এই জেলা শিক্ষা সাংস্কৃতিক অগ্রগামী। জেলায় রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে জন্ম নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনামের সাথে তুলে ধরেছেন জেলাকে। তাদের মধ্যে কামান নির্মাতা বাবু জনার্দ্দন, কথ াসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী, বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগ, কৌলার সৈয়দ বদরুল হোসেন আসাম ন্যাশনাল গার্ডের সালার-ই সুবা, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী দেওয়ান আব্দুল বাছিত, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান, ডা. এস.এ হক, কানাডা মন্টিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটস প্রফেসর ড. সৈয়দ শামছুল হক, জিন-বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী, উপাচার্য প্রফেসর ড. সৈয়দ মুহিব উদ্দীন আহমদ, বিখ্যাত রন্ধন শিল্পী টমি মিয়া, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান, মুসলিম লীগের প্রয়াত সভাপতি এডভোকেট এ,এন,এম ইউছুফ এমপি, মীর্জা আজিজ আহমদ বেগ, মন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী এমপি, মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী এমপি, মন্ত্রী শাহাবুদ্দীন আহমদ এমপি, ডাকসুর ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ এমপি, রাজনীতিবিদ উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহিদ এমপি, ঠিকানার সম্পাদক এম, এম শাহীন এমপি প্রমুখ আলোকিত মানুষের তালিকাভুক্ত।

নয়নাভিরাম নৈসর্গিক জেলা মৌলভীবাজারকে পর্যটন জেলা হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি সবিনয় দাবি জানাচ্ছি। আশা করছি এই দাবির সাথে বৃহত্তর সিলেটবাসী একমত পোষণ করবেন।

মৌলভীবাজারের সাহিত্য সংস্কৃতি

মরমি গান থেকে শুরু করে লোকসাহিত্য এবং আধুনিক উত্তর বিজ্ঞান কবিতা–সবকিছু মিলিয়ে মৌলভীবাজারের সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে আলোচিত বিষয়।

মৌলভীবাজার বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রাচীন সময় থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মৌলভীবাজার অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা এক বিশেষ ধারায় বিকশিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যকে করেছে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীরতর। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো :

১. চর্যাপদের ধারায় মৌলভীবাজারের উপস্থিতি

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে মৌলভীবাজারের মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। চর্যাপদের কিছু ভাষা, উপমা ও শব্দচয়ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তা মৌলভীবাজার অঞ্চলের লোকজ ভাষা ও জীবনধারার সঙ্গে মিলে যায়। এই আঙ্গিকে অনেক গবেষক মনে করেন, চর্যাপদের কিছু রচয়িতা মৌলভীবাজার এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে অবস্থান করতেন। বিশেষ করে লংলা ও পাথারিয়া পাহাড়ি অঞ্চল, নদী ও বৃক্ষ কেন্দ্রিক চিত্রকল্পে মৌলভীবাজারের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। চন্দ্রপুর রাজ্যের অস্তিত্ব মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার সাগরনাল এলাকায় অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধরা সেন রাজাদের অত্যাচারে সমতল বাংলা ছেড়ে মৌলভীবাজারের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থান নেয় এবং তা আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এখানেই তারা চর্যাপদের বড় অংশ রচনা করে। অতঃপর চীনের তিব্বত এবং নেপাল পর্যন্ত চর্যাপদের কবিরা আশ্রয় নেয়। যার ফলে তিব্বতে তিব্বতী চর্যাপদ এবং নেপালে বঙ্গ সিলেটি চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়।

২. মরমি সাহিত্য ও নাগরীলিপির ঐতিহ্য

মৌলভীবাজারের মরমি সাহিত্য একটি গৌরবময় ঐতিহ্য। কুলাউড়ার গোলাম হুসনের তালিব হুসন বাংলাদেশের মরমি গানের প্রথম সংকলন হিসেবে পরিচিত। এই সংকলন সিলেটি নাগরীলিপিতে রচিত যা প্রমাণ করে, এ অঞ্চলে নিজস্ব বর্ণমালার চর্চা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। নাগরী গবেষক মোস্তফা সেলিম এই গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ আবিষ্কার প্রমাণ করে মৌলভীবাজারের লোকজ সাহিত্য নিছক বাচিক নয়, বরং লিখিত রূপেও লিপিবদ্ধ হতো। কুলাউড়ার অপর নাগরী সাহিত্যিক ছিলেন মুন্সি সাদিক আলী। তিনি কিতাব হালতুন্নবী রচনা করে বাংলার এক বিরাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার করেন।

গোলাম হুসন ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'তালিব হুসন' নামে মরমি গানের প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা জানি এই গ্রন্থের মাধ্যমে জন্ম নেয় বাংলা ভাষায় মরমি গানের ধারা। মরমি গান কেবল সুর-সঙ্গীতের বাহনই নয়, মানুষের হৃদয়ে জাগিয়েছে আধ্যাত্মিক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ। এই ধারাই পরবর্তীতে বাংলার লোকসাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। গোলাম হুসনের মরমি গান প্রকাশিত হয় সিলেটি নাগরীলিপিতে। পরবর্তীকালে তা বাংলা লিপ্যন্তর করেন সিলেটি নাগরীলিপির গবেষক ও প্রকাশক মোস্তফা সেলিম।

৩. লোকসাহিত্যের গবেষণা

মৌলভীবাজারের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ করতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন দুইজন বিশিষ্ট গবেষক। তাঁর একজন হচ্ছেন– খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সাহিত্যরত্ন) এবং অপরজন হচ্ছেন চৌধুরী গোলাম আকবর (সাহিত্যভূষণ)।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সাহিত্যরত্ন)–কমলগঞ্জ উপজেলার এই সাহিত্যপ্রেমী লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। চৌধুরী গোলাম আকবর (সাহিত্যভূষণ) –মৌলভীবাজারের সংস্কৃতি ও লোককথাকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার ও প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্নের শিষ্য। আশরাফ হোসেনের অসমাপ্ত কাজ চৌধুরী গোলাম আকবর সম্পন্ন করেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় মৌলভীবাজারের গ্রামীণ ঐতিহ্য, গান ও লোককথা সাহিত্য ভুবনে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। মৌলভীবাজারের অপর লোক সংস্কৃতির শিল্পী ও লোকসাহিত্যিক আমির সাধু। বর্তমান কালে লোক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছেন সংগীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী এবং সিলেটি নাগরী গবেষক মোস্তফা সেলিম। আধুনিক গানে শূভ্রদেব এক সুপরিচিত নাম। ব্যান্ড শিল্পী রাহুল আনন্দ বিশ্বখ্যাত একজন শিল্পী।

৪. আধুনিক সাহিত্য

মৌলভীবাজারের আধুনিক সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। বাংলা রম্য সাহিত্যের জনক ড. সৈয়দ মুজতবা আলী এই মৌলভীবাজারেরই সন্তান। বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর অনুবাদ আজ দুর্লভ নয়। কবি দ্বিজেন শর্মা, সৈয়দ শামছুল ইসলাম, চৌধুরী আ ন ম বদরুল হক শাস্ত্রী, কবি মোফাজ্জল করিম, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, নন্দলাল শর্মা, এডভোকেট সৈয়দ জয়নাল আবেদীন, এডভোকেট মুজিবুর রহমান মুজিব, গোলাম কাদির, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, শহীদ সাগ্নিক, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ.................. চৌধুরী, হাসনাইন সাজ্জাদী, রব্বানী চৌধুরী, ড. মমিনুল হক, সৌমিত্র দেব, আকমল হোসেন, আব্দুল হামিদ মাহবুব প্রমুখরা বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান।

৫. বিজ্ঞান কবিতার প্রবর্তন

বর্তমান সময়ে বিশ্ব সাহিত্য আন্দোলনে যে নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে, তা বিজ্ঞান কবিতা। এ বিজ্ঞান কবিতা বাংলাদেশ থেকে উদ্ভুত এবং বিজ্ঞান কবি হাসনাইন সাজ্জাদী তার প্রবর্তন করেন। এই ধারার প্রবর্তক কবি, সাংবাদিক ও গবেষক হাসনাইন সাজ্জাদী মৌলভীবাজারের সন্তান। তাঁর রচিত কবিতায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক দর্শনের সম্মিলন ঘটেছে। তিনি শুধু কাব্যচর্চা করেন না, বরং কবিতার ভাষায় বিজ্ঞানকে সহজভাবে প্রকাশের মাধ্যমে একটি নতুন কাব্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন–যা পরিচিত হয়েছে কবিতবিজ্ঞান নামে। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম "বিজ্ঞানকাব্যতত্ত্ব ও সাবলীল ছন্দচ। তার প্রবর্তিত কবিতার উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় রয়েছে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, তেমনি রয়েছে মানবতাবাদ ও মুক্তচিন্তার জোরালো বার্তা। এর ফলে তিনি বাংলা কবিতার ধারায় এক নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। যাকে বিজ্ঞান কবিতা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মানব হিতৈষী কবিতা।

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার সন্তান বিজ্ঞান কবি হাসনাইন সাজ্জাদী। তাঁর বিজ্ঞান কবিতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞান কবিতা' শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে বিজ্ঞান কবিতা ধারার প্রবর্তন করেন। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজে তিনি

এ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপিত বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞান কবিতার থিয়োরি অনুযায়ী উত্তর আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের ইভেন হরাইজন ম্যাগাজিন ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ৫০০ ডলারের বিজ্ঞান কবিতার প্রবর্তন করে। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২ এপ্রিল আমেরিকার কবিতার মাসকে স্মারক করে নিউজ উইক ম্যাগাজিন তার অনলাইন সংখ্যাকে বিজ্ঞান কবিতা সংখ্যা করে। ফলে হাসনাইন সাজ্জাদী বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কবিতাবিজ্ঞান উপস্থাপন করে তিনি বিজ্ঞানের ফলিত ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমানে 'বিজ্ঞান কবিতা' বিশ্বসাহিত্যের আলোচিত একটি ধারা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যা মৌলভীবাজারের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিয়েছে।

উপসংহার

মৌলভীবাজারের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা কেবল আঞ্চলিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। চর্যাপদের আদি রূপ থেকে শুরু করে নাগরীলিপি, মরমি গান এবং আধুনিক বিজ্ঞান কবিতার ধারা– সবকিছু মিলে মৌলভীবাজার হয়ে উঠেছে এক সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র। এই ঐতিহ্যকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা ও লালন করাই আগামী প্রজন্মের জন্য বড় দায়িত্ব। মৌলভীবাজারের সাহিত্য কেবল আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ নয়; বরং তা বাংলার সাহিত্যকে যেমন মরমি সাহিত্যের সূতিকাগার হিসেবে জন্ম দিয়েছে তেমনি বিজ্ঞান কবিতার মাধ্যমে দিয়েছে নতুন প্রাণ ও দিকনির্দেশনা। মরমি গানের আধ্যাত্মিকতা, লোকসাহিত্যের শিকড় এবং আধুনিক বিজ্ঞান কবিতার নবতর ধারা–সব মিলিয়ে মৌলভীবাজার বাংলা সাহিত্যভুবনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

জালালাবাদী

আবুল কালাম আজাদ ছোটন

শাহজালালের পুন'ভুমি সিলেট শহর নাম,
ধন্য আমি গৌরবময়
এই অঞ্চলে ধাম।

শাহজালাল আর শাহ পরানের
পরশ মাখা মাটি,
বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত আজ
রূপের পরিপাটি।

এই অঞ্চলের সোনার ছেলে
বিশ্বজুড়ে ঘোরে,
বিপদ এলে ঐক্যগড়ে
শাহজালালের সূরে।

আমেরিকা, ব্রিটেন ,ইতালি, প্পেশইন আর
কিংবা ফ্রান্স ,
প্রবাসেতে সিলেটিরা
গড়ছে মিতালি।

কোটি কোটি টাকা পাঠায়
দেশের উন্নয়নে,
শাহজালালের উত্তর সূরী
জানে সর্বজনে।

চায়ের বাগান, গ্যাসের খনি
এই ভূমিতে আছে,
লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে
দেশকে ভালোবেসে।

গানের দেশ প্রাণের দেশ
লোক গানের সূর,
হাছন রাজা, রাধারমণ,শাহ আব্দুল করিম,
সুনাম বহুদূর।

মানুষ জনের উদার মনের
তুলনা নাই ভবে,গ্লোবাল জালালাবাদ গড়ে ,দেশের
উন্নয়নে কাজ করি সবাই মিলে ।

বছর বছর সিলেট উৎসব করি সবাই মিলে,
এই বৎসর গ্লোবাল বিশ্ব উৎসব হবে
স্পেনের বাস'লনা শহরে ।

সিলেট বিভাগ জন্ম নিয়ে
গর্ব করি সবে।
১৫-০৯-২০২৫

হবিগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

এ এস এম মহসিন চৌধুরী
লেখক : প্রাবন্ধিক, সমাজকর্মী ও সংগঠক।

'তরফ ঘরে ঘরে হরফ' বাক্যটি দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানে হবিগঞ্জের অবস্থান তুলে ধরা হতো। তরফ নামে হবিগঞ্জে একটি রাজ্য ছিল। প্রাচীন এই রাজ্যটি সিলেট বিভাগের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অংশ। সিলেট বিভাগের অন্তর্গত হবিগঞ্জ জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং আধুনিক শিল্পোন্নয়নের জন্য সমধিক পরিচিত। একদিকে প্রাচীন রাজ্য তরফের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও জমিদারি ঐতিহ্য, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা ও আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন–সব মিলিয়ে হবিগঞ্জ আজকের বাংলাদেশে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

হবিগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

হবিগঞ্জ জেলা সিলেট বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী-নালা, পাহাড়ি টিলা, চা-বাগান এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্য এ জেলা সুপরিচিত। এর ইতিহাস বহু প্রাচীন এবং সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়।

১. নামকরণের ইতিহাস

'হবিগঞ্জ' নামটি এসেছে হবিবগঞ্জ থেকে। কথিত আছে, স্থানীয় ব্যবসায়ী হবিবুল্লাহ এ অঞ্চলে একটি বাজার স্থাপন করেছিলেন, যার নাম হয় 'হবিবগঞ্জ বাজার'। ক্রমে "হবিবগঞ্জ" থেকে "হবিগঞ্জ" নামটি পরিচিতি লাভ করে।

২. প্রাচীন ইতিহাস

হবিগঞ্জ অঞ্চল প্রাচীনকালে হরীকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত যুগে এবং পাল রাজাদের সময় এ অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার ঘটে। নদী-বন্দর নির্ভর অর্থনীতি এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল।

৩. মুসলিম শাসন ও সুফি প্রভাব

১৩শ শতকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অনুসারী সুফি-দরবেশগণ হবিগঞ্জ এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। সুফিদের আগমন এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজও হবিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সুফি দরগাহ ও মাজার স্থানীয়দের কাছে ঐতিহ্যের প্রতীক। সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন ছিলেন সিলেট বিজয়ীদের অন্যতম। হজরত শাহজালালের অন্যতম সঙ্গী অনুসারী ও সিলেট অভিযানে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি। সিলেটের ইতিহাসে বহুল আলোচিত তরফ রাজ্য ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তার মাধ্যমে বিজিত হয়। সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলায় মুড়ারবন্দ নামক স্থানে সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীনের মাজার অবস্থিত। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থে আনুমানের ভিত্তিতে ১২৫০ সালে জন্ম হয়েছে এবং শাহ জালালের মৃত্যুর পূর্বে (১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে) তিনি মৃত্যুর বরণ করেন বলে উল্লেখ্য রয়েছে। এছাড়াও হবিগঞ্জে বেশ কয়েকজন পীর আউলিয়ার মাজার ও দরগাহ শরীফ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: হবিগঞ্জের সুলতানশী হাবেলীর পীরজাদা সৈয়দ হাসান ইমাম হোসাইনি চিশতী, যিনি আউলিয়া মিয়া সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও, হবিগঞ্জকে 'বারো আউলিয়া' জেলার একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে অনেক পীর আউলিয়ার মাজার বা দরগাহ রয়েছে। হযরত শাহ বদরউদ্দীন আল্লামা (পীর বদরে আলম বা বদর পীর) সাহেবের মাজারও হবিগঞ্জে বিদ্যমান।

৪. ঔপনিবেশিক যুগ

ইংরেজ শাসনামলে হবিগঞ্জে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এখনো জেলার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তৎকালীন কালের প্রতিরোধ সংগ্রামে হবিগঞ্জবাসীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে কৃষক বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এখানকার মানুষ অংশ নেয়।

৫. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়। হবিগঞ্জ শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তা ছিল অসাধারণ। আজও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান এ জেলায় বিদ্যমান।

৬. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

হবিগঞ্জে রয়েছে সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য, বাউল গান, মরমি সঙ্গীত ও পালাগান। কুশিয়ারা, কালনী, সুতাংসহ অসংখ্য নদী এ জেলার লোকসংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। মেলা, বৈশাখী উৎসব এবং চা-শ্রমিকদের সংস্কৃতি এই জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করে।

৭. প্রাকৃতিক ঐতিহ্য

রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বনাঞ্চল।

চা-বাগান : শত বছরের ঐতিহ্য বহন করছে। বাল্লা, নবীগঞ্জ,

লাখাই প্রভৃতি এলাকায় রয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাচীন স্থাপত্য।

সারকথা : হবিগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হলো প্রাচীন সভ্যতা, সুফি সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, লোকসাহিত্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়।

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য

হবিগঞ্জের প্রাচীন নাম ছিল 'চুনারুঘাট' ও 'জগন্নাথপুর অঞ্চল'–এখানে বহু জমিদার ও স্থানীয় রাজবংশের শাসন ছিল। মুগল আমলে এ অঞ্চলে নদীভিত্তিক বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়।

২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই হয়েছে এবং বহু মুক্তিকামী শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

৩. ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা

বানিয়াচং : বলা হয়, এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রাম। এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য কয়েক শত বছরের। চুনারুঘাটের চা বাগান ও প্রাচীন জমিদারবাড়িগুলো আজও ঐতিহ্যের স্মারক।

৪. লোকশিল্প

হবিগঞ্জের লোকশিল্পে বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, নকশিকাঁথা, মাটির হাঁড়ি-পাতিল এবং বয়নশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চা বাগানের শ্রমজীবী মানুষের নৃত্য, গান ও হস্তশিল্পও স্থানীয় শিল্পের পরিচায়ক। শহুরে শিল্পচর্চায় চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও মঞ্চনাটকের চর্চা বাড়ছে।

৫. সাহিত্য

হবিগঞ্জের সাহিত্যচর্চা মূলত লোকসাহিত্য কেন্দ্রিক। লোককথা, ভাটিয়ালি গান, বাউল গান, সারি ও পালাগান এ অঞ্চলের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক সাহিত্যেও হবিগঞ্জের কবি, লেখক ও সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সাহিত্যচর্চায় অবদান রাখছে। তাদের মধ্যে আরকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য খ্যাত আলাওল, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইতিহাসবিদ সৈয়দ আব্দুল্লাহ, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, আনোয়ার চৌধুরী, মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, শায়খ তাজুল ইসলাম, ফজলুল করিম আজাদ, আবুল কালাম আজাদ ছোটন, সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন মামুন, সাইফুল ফারুকী, শহীদুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য।

৬. মীরপুর শাহ বাড়ি

সুলতানশী গ্রামে প্রাচীনকালে একজন প্রখ্যাত পীর ছিলেন তার সুলতান নামানুসারে এখানে সুলতানশী গ্রাম প্রতিষ্ঠা পায়। মীরপুরের এই সুলতানশী গ্রামের শাহবাড়ি আজও হবিগঞ্জের ঐতিহ্য হয়ে আছে।

৭. শায়খুল হাদিস তোফাজ্জল হক

শায়খুল হাদিস তোফাজ্জল হক যিনি আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী (১৯৩৮–২০২০) নামে পরিচিত, ছিলেন একজন বাংলাদেশি দেওবন্দি ইসলামি পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ এবং শায়খুল হাদিস। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ছিলেন।

৮. মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ একটি আলোচিত অধ্যায়। সাবেক মন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী, সেক্টর কমান্ডার সি আর দত্ত, কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহিদ, শাহ এ এস এম কিবরিয়া মুক্তিযুদ্ধের আলোচিত মুখ।

সংস্কৃতি

১. লোকসংস্কৃতি : ভাটিয়ালি, বাউল, সারিগান, পালাগান, জারিগান–এ সবকিছুই হবিগঞ্জের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মূল অংশ। কৃষিভিত্তিক মৌসুমি গান, বিশেষত ধান কাটার মৌসুমে সাড়িগান, এখনও জনপ্রিয়।

২. ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব : মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে। পূজা-পার্বণ, মেলা ও ওরস এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

৩. আধুনিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন : মঞ্চনাটক, আধুনিক গান, সাহিত্য সভা ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন হবিগঞ্জের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন : হবিগঞ্জে বর্তমানে শিল্পাঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের প্রসার ঘটছে।

১. চা শিল্প : হবিগঞ্জ চা উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এখানে শতাধিক চা বাগান রয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতি ও জাতীয় শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২. গ্যাসভিত্তিক শিল্প : হবিগঞ্জ গ্যাসফিল্ড দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য শিল্প বিকশিত হচ্ছে।

৩. শিল্পাঞ্চল (Industrial Zone) : হবিগঞ্জে গড়ে উঠছে শিল্পনগরী, যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটজাত শিল্প, রফতানিমুখী গার্মেন্টস ও হালকা শিল্পের উন্নয়ন সম্ভাবনা রয়েছে। চুনারুঘাট ও শায়েস্তাগঞ্জ এলাকায় নতুন শিল্পাঞ্চল পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে।

তরফ রাজ্যের ইতিহাস

তরফ ছিল সিলেট অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক রাজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই অঞ্চল রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে সিলেট জেলার দক্ষিণাংশে (বিশেষত হবিগঞ্জ ও তার আশপাশ) তরফ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এটি

একসময় সিলেটের আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল।

প্রতিষ্ঠা ও প্রথম যুগ

তরফ রাজ্যের উৎপত্তি নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও ধারণা করা হয়, হিন্দু রাজারা এর সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে এখানে রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটে। তরফ ছিল খিলজি যুগে পরিচিত একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র। দিল্লি সালতানাতের শাসকরা যখন বাংলার পূর্বাঞ্চল দখল করেন, তখন তরফ তাদের প্রভাবাধীন হয়।

মুসলিম শাসন ও তরফের উত্থান

১৪শ শতকে সিলেট বিজয়ের (১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ) পর তরফ রাজ্যের গুরুত্ব বাড়ে। হজরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের আগমনের ফলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তরফ ছিল সিলেটের মুসলিম শাসনের অন্যতম প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মুসলিম শাসকরা তরফকে একটি সুবাদার বা প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তরফ

তরফ শুধু রাজনৈতিক কেন্দ্রই ছিল না, এটি ছিল বাংলা মুসলিম সাহিত্যের অন্যতম জন্মভূমি। বলা হতো 'তরফ ঘরে ঘরে হরফ', এটা ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতীক। সৈয়দ শাহ হুমায়ূন বোখারি ও তাঁর বংশধরেরা তরফে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই সুফি প্রভাব বিস্তার করেন। তরফে জন্ম নেন বাংলা মুসলিম সাহিত্যের অগ্রদূত সৈয়দ শাহ গিয়াসউদ্দিন আযমী। তরফ অঞ্চলে ধর্মীয় গ্রন্থ ও সুফি দর্শনের অনুবাদ এবং রচনা কাজ হয়েছিল।

পতন ও আধুনিক রূপ

মুঘল আমলে সিলেট প্রশাসনিকভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হলে তরফ রাজ্যের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা বিলীন হয়। তবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে তরফের খ্যাতি টিকে যায়। বর্তমানে তরফ নামটি একটি ঐতিহাসিক ভূখণ্ড হিসেবে বিদ্যমান, যা সিলেটের মুসলিম ইতিহাস ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তরফ রাজ্য ছিল সিলেটের একটি আঞ্চলিক শক্তি, যা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সার্বিক মূল্যায়ন : হবিগঞ্জ একদিকে যেমন ঐতিহ্যের ধারক, তেমনি আধুনিক শিল্পায়নেরও প্রতীক হয়ে উঠছে। চা বাগান, গ্যাসক্ষেত্র, কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের কারণে এ জেলা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে লোকসাহিত্য, ভাটিয়ালি, বাউল গান, শিল্পকলা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হবিগঞ্জকে দিয়েছে স্বকীয় সাংস্কৃতিক মর্যাদা। সব মিলিয়ে বলা যায়, হবিগঞ্জের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন–সবকিছু মিলেই এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অপরিহার্য অংশ।

সিলেটে প্রদেশ আন্দোলন

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
লেখক : প্রাবন্ধিক, প্রকাশক ও সংগঠক, সেক্রেটারী- গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট বিভাগী কমিটি।

প্রদেশ আন্দোলন সময়ের দাবি

প্রাচীনকালে সিলেট একেক সময় একেক রাজ্যের সঙ্গে ছিল। কখনো হরিকেল কখনো কামরূপ রাজ্য ছিল সিলেটভুক্ত। হরিকেল যুগে হবিগঞ্জে রাজধানী এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত এ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কামরূপ যুগে আসাম পর্যন্ত ছিল তা বিস্তৃত। সিলেটের লাউড় পর্বতে ছিল আঞ্চলিক রাজধানী। ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলো। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর জৈন্তিয়া, লাউড় ও গৌড় নামে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন গৌড় রাজ্যই বর্তমান বিভাগীয় শহর সিলেট অঞ্চল বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। দশম শতাব্দিতে এ অঞ্চলের কিছু অংশ বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হয় বলে জানা যায়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্যদিয়ে এই অঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হজরত শাহজালাল (রহ.) দ্বারা গৌড় রাজ্য বিজিত হলে দিল্লীর সুলতানদের মাধ্যমে এই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হজরত শাহজালালের নামের সাথে মিল রেখে গৌড় নামের পরিবর্তে এই শহরের নামকরণ করা হয় জালালাবাদ। মুসলিম শাসন আমলে সিলেট একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তার নাম ছিল ইকলিমে মোয়াজ্জমাবাদ। তখন প্রদেশকে বলা হতো ইকলিম বা ইক্তা। একজন উজির প্রদেশের শাসনকর্তা হতেন। অতঃপর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার অনেক পরিবর্তন ঘটে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিভাগ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিক্ষেত্রভুক্ত হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় সাবেক সিলেট জেলা যার সাড়ে তিন থানা ১৯৪৭ থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সেসময় সিলেট জেলার আয়তন ছিল ৫,৪৪০ বর্গমাইল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল ভারতের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৫-১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ সময়ের কালটুকু বাদ দিয়ে) সিলেট আসামের অঙ্গীভূত ছিল।

গণভোটের মাধ্যমে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত হয়ে কালক্রমে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় যদিও এর কিছু অংশ যথা করিমগঞ্জ, পাথারকান্দি, বদরপুর ও রাতাবাড়ি সিলেট থেকে বিচ্যুত হয়ে আসাম তথা স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। প্রদেশ করার ভাবনার উৎপত্তি হয়েছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এরশাদের সময়ে। 'প্রদেশ' গঠন একটা জটিল এবং সময়সাপেক্ষ বিষয়। তবে তা কার্যকরী হয়নি। বর্তমানে সংস্কার কমিশন বাংলাদেশকে ৪টি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছে। যদি এ সিস্টেম বাংলাদেশে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে সিলেটকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ সিলেট রেফারেন্ডামের সময় পাকিস্তানভুক্তির জন্যে সিলেটকে একটি বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং সিলেটে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যদিও তা পরবর্তীকালে প্রহসনে পরিণত হয়, ফলে সিলেটে প্রদেশ আন্দোলন বিভিন্ন সময় শুরু হয়। উল্লেখ্য, ষাটের দশকে 'জালালাবাদ' প্রদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন ফতেহ ইউনুস খান। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতা, প্রদেশ আন্দোলনের কারণে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। সত্তরের দশকে এম এ হকের নেতৃত্বে ঢাকাস্থ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপক তৎপরতা চোখে পড়ত। তাঁর তত্ত্বাবধানে ঢাকা থেকে বের হতো 'প্রবাসীর ডাক' নামে একটি সাপ্তাহিকী। এই পত্রিকায় এই ব্যাপারে প্রচুর লেখালেখি হতো। সাম্প্রতিক সময় ১২ মে ২০২৫ সালে দৈনিক সিলেট মিরর পত্রিকায় এমাদ উল্লাহ শহিদুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ও সিলেট বিভাগে প্রদেশ আন্দোলন' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, '১৯৪৭ সালের ০৬-০৭ জুলাই অনুষ্ঠিত গণভোটের মধ্য দিয়ে ভারতের আসাম প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিলেট জেলা তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগ দেয়। যা ছিল ভারতবর্ষের দিনলিপিতে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনা। সিলেট জেলা ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতের আসামে থাকবে, না নতুন দেশ পাকিস্তানভুক্ত হবে এ নিয়ে মানুষের মতামত নিতে গণভোটের আয়োজন করা হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে কুড়াল প্রতীকে এবং কংগ্রেস ভারতের আসাম প্রদেশে থেকে যাওয়ার অনুকূলে কুঁড়েঘর মার্কা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। সমসাময়িক রাজনীতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ তাদের বাক্সে ভোট দিতে মুসলমান; এবং কংগ্রেস হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ভারতে থেকে যাওয়ার পক্ষাবলম্বনের আহ্বান জানাতে থাকে। সেক্ষেত্রে আসাম মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল ব্যতিক্রম। তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সিলেট জেলা ও সংলগ্ন এলাকার পূর্ব বাংলায় একীভূত হওয়াকে সমর্থনের আহ্বান জানান। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ভাগ হয়ে যায় এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পুনরায় এক হয়ে বাংলা প্রদেশ নাম ফিরে পায়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ একে ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রে পূর্বাংশের নাম পূর্ববাংলা হিসেবে আলোচনা হতে থাকে এবং তদনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রদেশটি পূর্ববাংলা নামে অভিহিত হয়। ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তনক্রমে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।' সিলেটে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দাবিতে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন মাত্রায় আন্দোলন ও তৎপরতা চালানো হলেও সিলেট বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যায়।

সিলেট বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল, যেখানে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বিশাল ভূমিকা রাখে। সিলেটের প্রবাসীরা বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করেন। এছাড়া চা শিল্প, আগর-আতর, কমলালেবু, চুনাপাথর, পর্যটন, মৎস্যসম্পদ ও গ্যাসক্ষেত্রের কারণে এই অঞ্চলটি দেশের অর্থনৈতিক মূল চালিকাশক্তি। সিলেটের গ্যাস বাংলাদেশের ৫০ ভাগেরও বেশি চাহিদা মেটায়। সিলেটের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। রয়েছে ভাষার বৈচিত্র্য এবং ভাষার নিজস্ব লিপি। এই লিপির নাম নাগরী লিপি। তা সত্ত্বেও আমাদের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-চট্টগ্রাম রেল লাইন এবং সড়কপথ রয়েছে সেই মান্দ্যাতার আমলের। হাওর অঞ্চলের উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সিলেট বিভাগীয় শহরের সাথে জেলা শহরগুলির যোগাযোগ যেমন উন্নত নয় তেমনি উপজেলা শহরগুলোর সাথে জেলা শহরের যোগাযোগ খুবই অনুন্নত। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে সিলেট হতে পারতো পর্যটনের স্বর্গরাজ্য অথচ সরকারিভাবে সিলেটের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নেই কোনো পরিকল্পনা। প্রদেশ হলে প্রশাসনিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ হবে ফলে স্থানীয় উন্নয়ন ও জনসেবার মান বাড়বে। এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজ বর্তমানে এ দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন দেশে চারটি পুরোনো বিভাগকে প্রদেশ হিসেবে ঘোষণার যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সিলেটকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সিদ্ধান্ত সিলেটবাসীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া, গভীর ক্ষোভ এবং হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সিলেটবাসী উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক সুবিধার অভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে সিলেটকে প্রদেশের আওতায় না আনা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। যদি বাংলাদেশকে ৪টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয় এবং সিলেটকে পৃথক প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া না হয় তবে তা হবে সরকারের জন্য একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে দেশে এবং বিদেশে সিলেটবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, যা সবার জন্য অশান্তির কারণ হবে। সিলেটের প্রবাসী জনগণের অর্থনৈতিক অবদান দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সমূহ আশংকা রয়েছে। ধারাবাহিক বৈষম্য সিলেটবাসীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে সিলেটের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হয়নি অথচ দেশের উন্নয়নে সিলেটের অবদান অপরিসীম। কিন্তু সিলেটের প্রশাসনিক সুবিধা, উন্নয়ন প্রকল্প এবং অবকাঠামোতে অবহেলা করা হয়েছে। সিলেটের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সিলেট বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল উপযোগী নয় তাই এখানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু করা যাচ্ছে না। সিলেটবাসী কি শুধুই দেবে? তারা তাদের ন্যায্য হিস্যা কখনোই পাবে না? এভাবে বৈষম্য চলতে থাকলে সিলেটবাসী অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। ইতিহাস সাক্ষী, সিলেটিরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বারবার আন্দোলন করেছে এবং প্রয়োজনে আবারও করবে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সিলেটবিরোধী সুপারিশ গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এক গোলটেবিল বৈঠকে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের দাবি, সিলেটবাসীর মতামত উপেক্ষা করা চলবে না। সিলেটের ঐতিহ্য, অবদান এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে হবে। সিলেটকে প্রদেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।

বৃহত্তর সিলেটি প্রবাসীরা প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন। আমাদের উপরোক্ত দাবিগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করলে সিলেটের সোয়া কোটি মানুষ উপকৃত হতেন। বৃহত্তর সিলেটবাসীর কথা সুবিবেচনায় রেখে এই কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করলে সিলেটের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হতো বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটি শুরুতেই এ বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বৃহত্তর সিলেটবাসীর উন্নয়নে সরকারের নজর দিতে হবে।

সিলেটকে প্রদেশের মর্যাদা প্রদানের দাবি

অনেকদিনের পুরোনো এই দাবি। দাবিটি সিলেটবাসীর প্রাণের বলা যায়। সিলেটকে প্রদেশ করতে হবে। সিলেট নানা সময় নানা ভাবে থাকলেও মুসলিম সুলতানদের যুগে ইকলিম বা ইক্তা নামে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট ছিল। এই ইকলিম হচ্ছে বর্তমান প্রদেশ। বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করার সুপারিশ এসেছে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে। রিপোর্ট অনুযায়ী পুরোনো বিভাগগুলো এই প্রদেশের মর্যাদা পাবে। কিন্তু আমাদের কথা ভিন্ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অদ্যাবধি এই সিলেটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে আছে চা থেকে প্রাপ্ত আয়। আছে মৎস্য থেকে প্রাপ্ত আয় এবং সর্বোপরি আছে প্রবাসীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। যে সিলেট সারাজীবন দেশকে দিয়েই এসেছে সেই সিলেটকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে কয়েকটি প্রদেশ হলে সেটা সিলেটবাসীর সঙ্গে অন্যায্য আচরণ হয়। কারণ সিলেটকে বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সবাই দিয়ে এসেছে। আসামের সঙ্গে সিলেট যখন যুক্ত হয় তখনও ব্রিটিশ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আবার গণভোটে সিলেট যখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনও পাকিস্তান সরকার সিলেটের বিশেষ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছিল। পাকিস্তান গেলো বাংলাদেশ স্বাধীন হলাম কিন্তু আমরা প্রদেশ আর পাইনি। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশকে নয়টি প্রদেশে ভাগ করতে চেয়েছিলেন তার প্রস্তাবনায় জালালাবাদ প্রদেশ ছিল বর্তমান সিলেট বিভাগীয় অঞ্চল। যা বর্তমান রিপোর্টে উপেক্ষিত। স্বাধীনতার পর থেকে সিলেট বিভাগের দাবি অনেকবারই উত্থাপিত হয়েছে, দেশ বিদেশে মানববন্ধন, সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সিলেট আর প্রদেশ হয়নি। এখনও সিলেটকে প্রদেশ করার কোনো সরকারি উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সিলেটবাসীর এই দাবি মেনে নেওয়া যৌক্তিক। একথা বলার জন্যে এই আলোচনা।

একটি ফেডারেল সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিলেটের ক্ষেত্রে এই দাবি মেনে নেওয়া অযৌক্তিক নয়। বরং এটা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিলেট প্রদেশ রাখতে পারে বিশাল অবদান। দেশের নানা বিভাগে আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে, সেই তুলনায় সিলেটে উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

প্রাদেশিক মর্যাদায় স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় গুরুত্ব সহকারে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি তখন অভ্যন্তরীণ কাজেই আসবে, জাতীয় পর্যায়েও রাখবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। স্থানীয় প্রশাসন দুর্নীতি মুক্ত হবে। অপরাধ কমে আসবে সিংহভাগ। মানুষের ব্যয়ও কমবে।

আইন-আদালত এবং ঢাকা কেন্দ্রিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষের যাতায়াত ব্যয় ও সময় বাচবে।

সিলেটের মানুষ আর প্রহসন চায় না। চায়না দুর্বল নেতৃত্ব, কিংবা দুর্বল মন্ত্রী-এমপি। সিলেটবাসী চায় পূর্ণ অধিকার, ন্যায় বিচার এবং সাশ্রয়ী জীবন-যাপন, যা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলেই পাওয়া সম্ভব। সিলেটকে প্রাদেশিক মর্যাদা দিলে বৃহত্তর সিলেটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে সিলেট শহর। এতে এর স্তিমিতভাব থাকবে না। সমস্ত দেশে সিলেটের প্রতি আপাত অবহেলার যে সংস্কৃতি চালু রয়েছে তার অপনোদন হবে। দেশকে কয়েকটি প্রদেশে পরিণত করলে রাজধানীর বাইরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজধানী প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও নান্দনিকতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

আশা করি সরকার গুরুত্ব সহকারে সিলেটবাসীর দাবিকে বিবেচনায় নিয়ে রাজধানীমুখী প্রবণতাকে কমিয়ে আনবে, তাতে রাজধানীর উপর থেকেও চাপ কমবে। সংকোচন হবে সরকারি ব্যয়। এর ফলে গড়ে উঠবে স্থানীয় ও স্বায়ত্তসাশিত প্রচুর প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করা যেমন জরুরি তেমনি সিলেটকে প্রদেশে রূপান্তর করা সময়ের দাবি। এ দাবি মানতেই হবে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরছি :

যেসব কারণে সিলেটকে প্রদেশে রূপান্তর করা প্রয়োজন তা হচ্ছে– বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিকরণ। এককেন্দ্রিক, একক নেতৃত্ব ও একদলীয় শাসন বদলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ফেডারেল পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফেডারেল পদ্ধতির সরকারই রাষ্ট্রের জনকল্যাণ, মৌলিক চাহিদা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্ষম। সেক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের ১৮ কোটি জনসংখ্যা এবং আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ২৫ কোটি হবে। তাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ মৌলিক চাহিদা পূরণ করা তখন জটিল হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

অনেকেই বাংলাদেশ মনে করেন, আয়তনের দিক থেকে ছোট একটি দেশ। একটি ছোট রাষ্ট্রে কেনো প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে? প্রশ্নটির দু'টি অংশ- ১. বাংলাদেশ কি ছোট? ২. প্রদেশে ছোট এই দেশকে কেনো ভাগ করতে হবে? তার উত্তরে বলতে চাই বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম একটি দেশ। থাইল্যান্ডের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা তিন গুণের উপর। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে জনশক্তিতে পরিণত করা এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানোর জন্য মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হয়। যা বড়ো পরিসরের কোনো সরকার পারে না। মানুষের কাছাকাছি সরকারকে থাকতে হলে ছোট সরকার আবশ্যক। একেক অঞ্চলে একেক ধরনের সমস্যা থাকে। তেমনি একেক অঞ্চলে থাকে একেক ধরনের সম্ভাবনা। গড়পরতা সরকার একসঙ্গে সারাদেশকে গুলিয়ে ফেলে যেখানে যে সমস্যা তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় এবং উন্নয়ন বাজেটেও বৈষম্য করে। প্রাদেশিক সরকার বা ফেডারেল সরকার এই সমস্যার সমাধানে যোগ্য।

বাংলাদেশ ছোট নয়। পৃথিবীর সাম্প্রতিক মানচিত্রে বাংলাদেশের চেয়েও ছোট দেশ রয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যদেশ ১৯৩টি। স্বাধীন দেশ রয়েছে কমবেশি ২৫০টি। তন্মধ্যে ছোট ছোট স্বাধীন দেশ ১৭টি। এদের মধ্যে আয়তনে ২০০ বর্গমাইলেরও কম দেশের অস্তিত্ব রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ- ভ্যাটিকান সিটি (২ বর্গমাইল), নাউরু (৪.৫ বর্গমাইল), টুভালু (৯ বর্গমাইল), সেন্ট কিটিস ও নেভিস (১০৪ বর্গমাইল), সিসিলি (১০৭ বর্গমাইল), গ্রানাডা (১৩৩ বর্গমাইল), এন্টিগুয়া (১৮০ বর্গমাইল), পালাউ (১৯১ বর্গমাইল), মাইক্রোনেশিয়া (১২২৯.৯ বর্গমাইল) প্রভৃতি। এসব দেশের তুলনায় এমনকি ২৪৬ বর্গমাইল আয়তনের দেশ সিঙ্গাপুরও অনেক বড়। বাংলাদেশের আয়তন ৫৬ হাজার ৯৭৭ বর্গমাইল বা ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার। এদিকে আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯৬তম বৃহৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সুতরাং বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ছোট দেশ নয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৮ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে আনুমানিক ১২৫০.৫২। ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র বলা হয়। আমাদের জনসংখ্যাকে পৃথিবীতে জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বারা আমাদের জনসংখ্যা এখন জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তারা অদক্ষ। দক্ষ শ্রমিক হিসেবে জনসংখ্যাকে রূপান্তরিত করতে হলে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হবে জনসংখ্যার কাছাকাছি থাকা। ঢাকায় বসে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে তা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় জনসংখ্যা, মাটি, পানি আর আকাশ মিলে রাষ্ট্র হলেও এর প্রধান বিবেচ্য বিষয় জনগণ বা নাগরিক। নাগরিক আর রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলে ভাবা হয়। একটি না হলে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। তেমনি জনগণের উন্নতি মানেও রাষ্ট্রের উন্নতি। আর জনগণের কল্যাণ বা উন্নতির জন্যেই রাষ্ট্র কাঠামো। কিন্তু অধিক জনসংখ্যার ফলে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কল্যাণে, তাদের চাহিদানুযায়ী সরাসরি সেবা দিতে পারে না। সেবা দিতে হয় একটি এজেন্সির মাধ্যমে, যাকে আমরা গভর্নমেন্ট বা সরকার বলি। তাই নাগরিক সেবা নির্ভর করে সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর।

সারাবিশ্বেই সরকার ব্যবস্থা দু'রকম। এক. এককেন্দ্রিক, দুই. ফেডারেল। এককেন্দ্রিক সরকার সেবা দেয় কেন্দ্র থেকে তবে বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি এবং লুটপাটে থাকে সিদ্ধহস্ত। ফেডারেল সরকার সেবা দেয় স্থানীয়ভাবে। এলাকার ভিত্তিতে তাদের যত কার্যক্রম। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রচলিত দলীয় এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা দেশের নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারেনি! বাস্তবতা হচ্ছে, বিপুল জনপ্রিয়তা ও গাদা গাদা প্রতিশ্রুতি নিয়ে একের পর এক সরকার ক্ষমতায় আসে এবং স্বেচ্ছাচারিতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি, দল বা গোষ্ঠীপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি বাদ-অপবাদে গণধিকৃত হয়ে বিদায় নেয়, কেউ কেউ পালিয়েও যায়। এর কারণ কি?

নাগরিক চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ইংরেজরা চালু করেছিল আমাদের শাসন ও শোষণ করার জন্য। জনগণকে সেবা দেওয়া তাদের লক্ষ্য ছিল না। পাকিস্তান আমলেও এই শাসন ব্যবস্থা শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখনো সেই একই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু

রয়েছে। এই ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী ও তার কেবিনেটের পক্ষে কোনোক্রমেই ১৮ কোটি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় উপযুক্ত সেবা দেওয়া। তার দৃষ্টান্ত প্রতি মুহূর্তে আমাদের চোখে পড়ছে। তাই দরকার প্রাদেশিক সরকার, তার আগে দরকার সিলেটকে প্রদেশে রূপান্তর করা।

আগেই বলেছি, এ সবকিছু বিবেচনা করলে রাষ্ট্রকে তার জনগণকে সেবা দিতে হলে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন করা অপরিহার্য এবং সরকারের সেবা ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। এ জন্য, ব্রিটিশ আমলের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বদলে ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রদেশ বাস্তবায়ন এবং স্বশাসিত স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা আবশ্যক।

একই সঙ্গে আরও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। সমাজ পরিবর্তনে, সমাজের সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনে, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম-কর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় এবং দ্বন্দ্ব-বিরোধ মীমাংসাসহ যাবতীয় বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করবে পেশাজীবী-শ্রমজীবী-কর্মজীবী জনগণ। সরাসরি তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেই কেবল এই ব্যবস্থা জোরদার হয়। তাকেই আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নয়নের গণতন্ত্র বলবো।

সুতরাং রাষ্ট্রের তৃণমূলসহ সর্বস্তরে এই দাবি মিটাতে হবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যে কোনো তত্ত্ব বা দর্শন পরিপক্বতা লাভ করে প্রয়োগের মাধ্যমে। এই অনুশীলনের জন্যেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ, প্রদেশ বাস্তবায়ন তথা ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাঠামোগত সংগঠন গড়ে উঠবে তখনই। যেমন : স্থানীয় সরকারের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে প্রাদেশিক পরিষদ। প্রাদেশিক সরকার, জেলা সরকার, উপজেলা সরকার, ইউনিয়ন সরকার ও গ্রাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রাজধানীতে নতুন নতুন মহানগর ও বড় বড় শহর গড়ে উঠবে। মেট্রোপলিটন সরকার, পৌর সরকার ও ওয়ার্ড সরকার প্রতিষ্ঠা তখন। জনকল্যাণেই এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজনৈতিকভাবে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে একটি শক্তিশালী পার্লামেন্টারি কমিটি। যে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে তারা যে কোনো সময় জবাবদিহিতার জন্য ডাকতে পারবেন। ফলে দুর্নীতির প্রতিরোধ বিপুল পরিমাণে সম্ভব হবে। আক্ষরিক অর্থে দুর্নীতি সহনীয় পর্যায়ে দমন করতে হলে প্রদেশ বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনো পথ খোলা নেই। তাতে নতুন নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। সময়ের দাবি অনুযায়ী স্ব-স্ব এলাকা থেকে যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের সাধারণ জন-প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ওয়ার্ড সরকার, পৌর সরকার, মেট্রোপলিটন সরকার, গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন সরকার, জেলা সরকার, প্রাদেশিক পরিষদ এবং পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে শ্রমজীবী, কর্মজীবী ও পেশাজীবীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারে থাকবে। সাধারণ প্রতিনিধি ও শ্রমজীবী-কর্মজীবী- পেশাজীবীদের প্রতিনিধি মিলিয়ে আমাদের হিসাব মতে, ওয়ার্ড সরকার, পৌর সরকার, মেট্রোপলিটন সরকার, গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় সংসদের উচ্চ পরিষদে সর্বমোট প্রায় ৫০ লাখের অধিক নির্বাচিত নেতা প্রয়োজন হবে। এই ৫০ লাখ নেতা আরো দুই বা ততোধিক প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসবেন।

অতএব রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নাগরিক সমাজের বৃহৎ অংশ নেতৃত্ব চর্চার সুযোগ পাবেন। এর ফলে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। এই দুই থেকে আড়াই কোটি নেতার সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যবর্গও সংশ্লিষ্ট হবেন। এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় গোটা জাতি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবেন। তাই দুর্নীতি করার সুযোগ আর থাকবে না।

প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক সচিবালয়, সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটি বা সেনানিবাস থাকবে। উপকূলীয় এলাকায় গড়ে উঠবে নৌ-ঘাঁটি এবং পোতাশ্রয়সহ আরো বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। প্রশাসন ও সেবা জনগণের কাছে যাবে। সরকারি প্রশাসন ও সেবার যত অঙ্গ থাকবে অর্থ, পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ব্যতীত প্রায় সব দপ্তরই প্রদেশে চলে যাবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে আমূল পরিবর্তন হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসন স্থানীয় সরকারের আওতায় আসলে শিক্ষা নিবিড় পরিচর্যার সুযোগ পাবে। ফলে মফস্বল ও পল্লী-গ্রামে শিক্ষার হার এবং মানের উৎকর্ষতা বাড়বে। প্রদেশগুলোতে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কলেজ গড়ে ওঠার ফলে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বাড়বে। তাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে এবং মানবসম্পদ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে এবং স্থানীয় সরকারের আওতায় বিধায় ডাক্তার ও নার্সকে জনগণ কাছাকাছি পাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে প্রত্যেক প্রদেশে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং ক্রীড়া ও খেলাধুলার ক্লাব গড়ে উঠবে সর্বত্রই। ফলে গণ-মানুষের চিন্তা ও মননের জগত বিকশিত ও প্রশস্ত হবে। এতে প্রদেশে অবস্থিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক প্রমুখদের মধ্যে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটবে। যা আমাদের জাতীয় অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তরিত হলে ঢাকার ওপর থেকে চাপ কমবে। নানাবিধ সমস্যা বহুলাংশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যাবে। যেমন : যানজট নিরসন হবে, গাড়ি ও জনচাপ কমে যাবে, আবাসন সমস্যার সমাধান হবে, বাড়িভাড়া কমে যাবে, জনস্বাস্থ্য, পয়নিষ্কাশন, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান সহসাই হয়ে যাবে।

জনসংখ্যা কমে গেলে অপরাধ প্রবণতা কমবে। হ্রাস পাবে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির হার। এক কথায় জাতীয় রাজধানীর পরিবেশ তখন সুন্দর হয়ে যাবে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ব্যতীত আমাদের খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, বস্ত্র সবই তো এক। সুতরাং বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা ব্যাহত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

PHOTO GALLERY

PHOTO GALLERY

PHOTO GALLERY

paytap

paytap.co.uk

Simple, transparent & low cost payment processing

chat on whatsapp

FREE UPGRADE

Rated Excellent on Trustpilot

YOUR BUSINESS DESERVES THE BEST PAYMENT SOLUTION

You will be surprised how much we can save you on your card payments cost. Give us a call for free no obligation quote.

- Latest terminals
- No hidden fees
- Lowest rates guaranteed

Pay | Pay | G Pay | Diners Club International | maestro | VISA | mastercard | American Express | Discover Network

paytap.co.uk /paybytap /paytapuk /paytap

Aroma

Ice Cream Co. Ltd.

Manufacturers and Suppliers of Exotic ice cream

Desserts are the finishing touch to a Wonderful meal...!

GET FREE

DESSERT

MENU

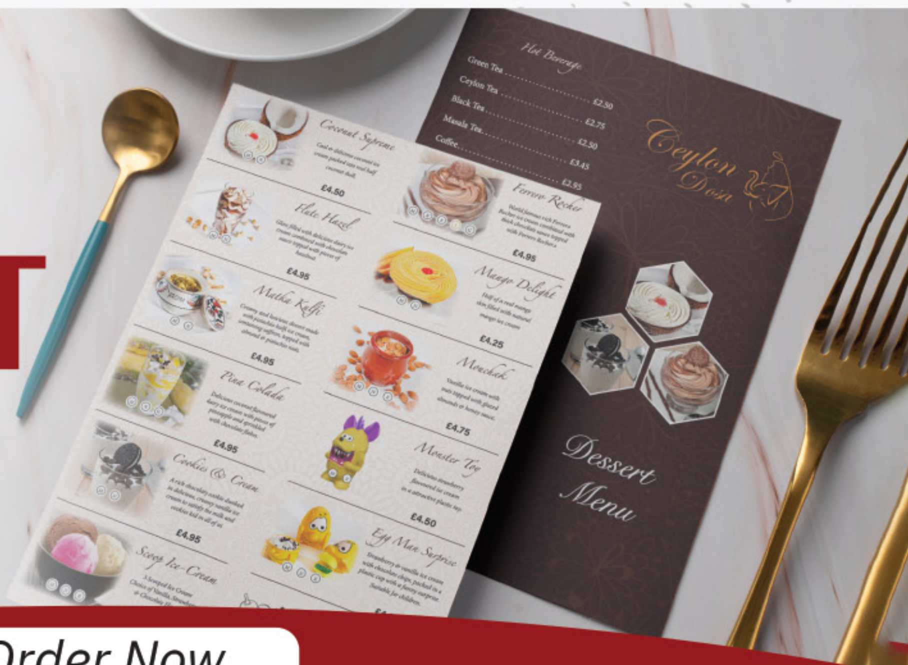

Order Now

Freephone: 0800 018 9900

www.aromaicecream.co.uk | E-mail: menu@aromaicecream.co.uk

Unit 34, Trafalgar Business Centre,

77-87 River Road, Barking, Essex, IG11 0JU

জন্মভূমি

- পোষ্টার
- ব্যানার
- ষ্টিকার
- হ্যান্ডবিল
- সাইন বোর্ড
- ল্যামেনেটিং
- কাঁচে লিখন
- রাবার ষ্ট্যাম্প
- ভিজিটিং কার্ড
- ছবি তোলা হয়
- ট্রান্সলেশন
- বিয়ের কার্ড

সহ আরো অনেক...

Via Della Marranella 117

Torpignattara

Cell. 380 381 8671 / 0683527420

Email: janvumi@gmail.com

Professor Salma Begum Mukul

Prottoy Homeland Asset Guardian

Your Homeland...Our Trusted Care...

Our Core Services

Asset Protection

- Preventing illegal occupation.
- Recovery of property from illegal possessor. (If any.)
- Security support i.e. guards arrangement, CCTV etc.

Legal & Documentation Support :

- Before purchase, verification of Deeds and Documents.
- Deed, Documents Preparation, Registration, Mutation, Land Development, Tax Payment and other relevant legal assistance.

Property Monitoring & Reporting

- Regular inspection of houses, flats, and lands.
- Monthly reports with Photo/Video updates.

Rental & Tenant Management

- Tenant selection and rental agreements.
- Rent collection and management.

Maintenance & Repair

- Routine maintenance and emergency repairs.
- Supervision of renovation and decoration.

House # 492/2, Road # 9 (West),
Baridhara DOHS, Dhaka-1212.
+8801711-520280 | +8801552-307343
prottoyhomeland2025gmail.com

GLOBAL JALALABAD ASSCOCIATION

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

বার্সেলোনা আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫

এ আগত সকল সিলেট বাসীকে নিউজ ৭১ পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই

লাল গোলাপ শুভেচ্ছা

Syed Sadek Ahmed

Shajanur Raja

Sheikh Hafizur Haris

Syed Saiful Islam (Sumith)

NEWS71 WWW.NEWS71.CO.UK

WWW.NEWS71.CO.UK

GLOBAL JALALABAD ASSCOCIATION

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন

আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫

সফল হউক

শিপলু আহমদ নিয়াজি

সভাপতি

BUSINESS ASSOCIATION CATALUÑA

জসিম উদ্দীন

সাধারণ সম্পাদক

বিজনেস এসোসিয়েশন ইন কাতালোনিয়া

HILLSIDE travels
Exciting offer!
DREAMING OF BANGLADESH?
FLY DIRECT WITH Biman BANGLADESH AIRLINES
BANGLADESH AIRLINES 787
UNBEATABLE FARES STARTING FROM £605
LONDON/ MANCHESTER to BANGLADESH
EXTRA £50 OFF
PROMO CODE
OFFER25
WHEN YOU BOOK ONLINE!
BOOK NOW
WWW.HILLSIDETRAVELS.COM

CURRY RESTAURANTS

Are you **sure** you are **compliant** ❓

- 💸 Penalties up to £60,000 per illegal worker
- ⛔ Suspended licences block CoS assignments
- 🚫 Revoked licences halt recruitment entirely
- 🕒 Sponsored workers risk visa curtailment within 60 days

The Home Office message is **clear**:

- ✅ Changes as per guidance must be reported
- ✅ HR files must be audit-ready at all times
- ✅ Oversights risk suspension, revocation and reputation

Let us help you have your compliance in order before any unnanounced visits. Contact us today and safeguard your licence.

✉ info@wpchr.co.uk

📞 +447380992229

WPC
WORK PERMIT CLOUD
HR

NRB HOSPITAL

is our pride

Global Jalalabad Association

GJA

We are all over the world